গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
সাধারণ শাখা
www.coxsbazar.gov.bd

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মুহম্মদ শাহীন ইমরান জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল: ১০.৩০ টা
স্থান	:	শহিদ এটিএম জাফর আলম সিএসপি সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' সন্নিবেশিত
অনুপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'খ' সন্নিবেশিত

সভাপতি উপস্থিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ২৫টি নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত জনপ্রতিনিধিসহ সকল দপ্তরপ্রধানদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কক্সবাজার কর্তৃক বিগত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনানো হলে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও জেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত কার্যপত্রের আলোকে বিস্তারিত আলোচনান্তে বিভাগভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ক) কক্সবাজার জেলায় বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ:
জিএম, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জানান, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লাইন নির্মাণের লক্ষমাত্রা ৫০.০০ কি.মি.। বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>প্রতিষ্ঠান</th><th>জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.</th><th>জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.পর্যন্ত</th></tr>
<tr><td>পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি</td><td>৩.০১ কি.মি.</td><td>২৬.৭৯ কি.মি.</td></tr>
</table></td><td>ক)(i) জেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
ii) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।
iii) সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ও বন বিভাগের জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাবে না এবং সংযোগকৃত বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করণের হালনাগাদ তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
ও
জিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>খ) অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার কর্তৃক অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>প্রতিষ্ঠান</th><th>ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.</th><th>জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.</th></tr>
<tr><td>পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি</td><td>২৪ জন অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর নিকট হতে ৫,৫৫,৭৬২/- টাকা ক্ষতিপূরণ বিল আদায় করা হয়। ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে ২৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।</td><td>৪১ জনের নিকট হতে ৬,৬৯,১৯০ (ছয় লক্ষ উনসত্তর হাজার একশত নব্বই) টাকা ক্ষতিপূরণ বিল আদায় করা হয়। জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ৩৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>পিডিবি</td><td>০৫ টি হিসাবের বিপরীতে ৩,১৩,৫১২/-টাকা বকেয়ার দায়ে উক্ত সংযোগসমূহ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।</td><td>০২ টি হিসাবের বিপরীতে ৫৩,৮৪১/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে।</td></tr>
</table>
কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td><td>খ)(i) অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রত্যেক মাসে কতটি অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে তার অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।
(ii) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ কাগজপত্রাদি ও মালিকানা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(iii) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং কোনক্রমে বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ পুনরায় চালু করা যাবে না।</td><td>খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
ও
জিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>গ) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত
জিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার জানান খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার কর্তৃক স্থাপিত ০৭টি পানির পাম্পে ২০২০ সাল থেকে প্রায় ০৮ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। তিনি উক্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কক্সবাজার জেলার সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এর চিত্র নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>প্রতিষ্ঠান</th><th>ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.</th><th>জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.</th></tr>
<tr><td>পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি</td><td>৪,০৩,০৮,২২৭/-</td><td>৪,৫৬,৮০,৯৪৫/-</td></tr>
<tr><td>পিডিবি</td><td>২,০৫,৩১,৫৯১/-</td><td>২,১১,৯৫,৩৫৭/-</td></tr>
</table></td><td>গ) (i) কক্সবাজার জেলাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধানগণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। কোন দপ্তরের বিদ্যুৎ বিল খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকলে স্ব স্ব দপ্তর প্রধানগণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যুৎ বিল খাতে বরাদ্দ চেয়ে পত্র দিবেন এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
ii) খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার কর্তৃক স্থাপিত পানির পাম্পের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রত্যেক উপকারভোগী , পরিবারের নামে বিদ্যুতের মিটার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>গ) (i) উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার
ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
iii) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
iv) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কক্সবাজার সদর
v) জি এম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার</td></tr>
</table>

জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপজেলাওয়ারী সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এর দপ্তর ওয়ারী তালিকা নিম্নরূপ:

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি :

ক্র:নং	দপ্তরের নাম	বকেয়ার পরিমাণ
০১	কক্সবাজার সদর	১৬৪৬৬৬০/-
০২	রামু	১৬৯১২২৯৩/-
০৩	উখিয়া	১১৯২৭১৮৫/-
০৪	মহেশখালী	২০৩০১৫৯/-
০৫	চকরিয়া	১৪৩৯১২০/-
০৬	পেকুয়া	৪৭৭৩৪৯৪/-
০৭	টেকনাফ	৬৭৮১২৮৩/-
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড :		
০১	বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, কক্সবাজার	৪৮৯২২৪১/-
০২	কক্সবাজার পৌরসভা	৭৫,৪৯,৩৯৫/-
০৩	সড়ক ও জনপদ বিভাগ, কক্সবাজার	১৮৪৭৯২৩/-
০৪	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, কক্সবাজার	২৪৯০৮৩০/-
০৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কক্সবাজার সদর	১২০৬১৪৩/-
০৬	বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি	৩৮৯৩৬২/-
০৭	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার	১৩৫২৪১৩/-

(iii) ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের বিষয়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(iv) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তার উপজেলাধীন অফিসসমূহের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারি দপ্তরসমূহের জন্য নিজস্ব বিদ্যুতের মিটার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(v) সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া তথ্য আলাদাভাবে প্রেরণ করতে হবে।

i) উপপরিচালক স্থানীয় সরকার কক্সবাজার
ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
iii) জিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার
iv) সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ
(v) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও জিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, কক্সবাজার

ঘ) কুতুবদিয়া উপজেলায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ

সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে কুতুবদিয়া দ্বীপকে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডে সংযুক্তকরণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৫ হাজার মিটারে বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহ করা হয়েছে। জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে ১০ হাজার মিটারে বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনবল সংকটের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ কাজ ধীরগতিতে চলমান রয়েছে।

ঘ) কুতুবদিয়া উপজেলায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীড হতে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ গ্রাহক সংযোগ প্রদান কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি খাস খতিয়ানভূক্ত জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাবেনা এবং আগামী সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার

ঙ) সেন্টমার্টিন দ্বীপে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার জানান, সেন্টমার্টিন দ্বীপে সোলার প্যানেল স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। জমি অধিগ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি টিম এলাকাটি পরিদর্শন করেছে। জমি পেলে সোলার প্যানেল স্থাপনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কুতুবদিয়া উপজেলায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে যেহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে, ইতঃপূর্বে পিডিবির স্থাপিত ০২ টি জেনারেটর কুতুবদিয়ায় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত জেনারেটরসমূহ সেন্টমার্টিনে স্থাপনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট কারিগরি অনুমোদনের নিমিত্ত নোটশীট প্রেরণ করা হয়েছে। জেনারেটর ০২টি সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্থাপন করা হলে আপাততঃ বিদ্যুৎ সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সভাপতি বলেন, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন স্থান হওয়ায় এ দ্বীপে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কক্সবাজারের খুরুশকুলের ন্যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হলে পর্যটন সুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজারকে অনুরোধ জানান।

ঙ)(i) সেন্টমার্টিন দ্বীপে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহে পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ii) সোলার প্যানেল স্থাপনে জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের রিপোর্ট দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

(iii) কুতুবদিয়ায় পিডিবির অব্যবহৃত ০২ টি জেনারেটর সেন্টমার্টিন দ্বীপে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(iv) সেন্টমার্টিন দ্বীপে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্তে পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ঙ) (i) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
(ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
(iii) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
(iv) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,কক্সবাজার

০২ **স্বাস্থ্য বিভাগ, কক্সবাজার**

ক) জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

(i) সিভিল সার্জন, কক্সবাজারের প্রতিনিধি জানান, কক্সবাজার জেলায় সংক্রামক রোগ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নতুন করে কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হচ্ছে। প্রায় ৪ মাস যাবত কোভিড-১৯ শনাক্ত শূণ্য থাকার পর গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখে ০১ জন রোহিঙ্গা এবং ২২ জানুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখে ০১ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ রোগী কক্সবাজার ল্যাবে শনাক্ত হয়েছে। জানুয়ারি'২৪ মাসে ২৬ জন রোহিঙ্গা এবং ৬ জন স্থানীয় রোগী সহ মোট ৩২ জন শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৭.০৫%। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২৪ ইং পর্যন্ত আরো ২৩ (২১ জন রোহিঙ্গা ও ২জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী) শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৬.৩২%। রোহিঙ্গা শনাক্তকৃত রোগীদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কোভিড আইটিসি হাসপাতাল গুলোতে ভর্তি করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শনাক্তকৃত রোগীদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হচ্ছে। জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জানুয়ারী'২৪ মাসে ৬০ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ১৫১ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে, যেখানে ডিসেম্বর'২৩ মাসে শনাক্ত হয়েছিল ২৬৭ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ৩৬৪ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

এছাড়া জানুয়ারি ২০২৪ মাসে কক্সবাজারে ৭২ জন রোগী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যার মধ্যে ৪৭ জন স্থানীয় এবং ২৫ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ০১ জন ম্যালেরিয়া রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

ক) (i) ম্যালেরিয়া বাহক এনোফিলিস মশা ও ডেঙ্গু বাহক এডিস মশার প্রজনন প্রতিরোধে পৌরসভাসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

(ii) ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় ক্যাবল টিভির মাধ্যম ম্যালেরিয়ার সতর্ক বার্তা নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(iii) ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে উপজেলা পর্যায়ে মেয়র (সকল) পৌরসভা, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানগণ সমন্বয় সাধন করে উপজেলা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(iv) রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের মধ্যে চর্মরোগে আক্রান্ত বিষয়ে চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উখিয়া এর সমন্বয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনা সংবলিত লিফলেট ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মশারি বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

ক) (i) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার, মেয়র (সকল), পৌরসভা, কক্সবাজার
(ii) জেলা তথ্য অফিসার, কক্সবাজার
(iii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার
(iv) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উখিয়া, কক্সবাজার

(ii) তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার জানান জানুয়ারি/২০২৪ মাসে ডেঙ্গু রোগী ৩৪ জন, তৎমধ্যে ০৩ জন রোহিঙ্গা ও মৃত্যু সংখ্যা শূণ্য। জানুয়ারি/২০২৪ মাসে আইসিইউ সেবা গ্রহণকারী ৬৩ জন। সদর হাসপাতালে সেবা গ্রহণকারী বহিঃ বিভাগে ২০২৫৯০জন, আন্ত: বিভাগে ৭২১০০জন, জরুরি বিভাগে ৫২০২০জন এবং নরমাল ডেলিভারী ৩১০, সিজারিয়ান ২৫৫জন, মেজর অপারেশন ১৬৫, জন মাইনর অপারেশন ৪৮০৪ জন। সভাপতি বলেন, হোম ডেলিভারী থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করতে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে হবে। উপজেলায় নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন।	(V) ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতালসহ সকল সরকারি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে আন্তরিকতার সাথে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (vi) প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করতে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে হবে। উপজেলায় নির্বাচিত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(v) তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার (vi) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার, ও উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, কক্সবাজার
খ) খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সংক্রান্ত খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের লোকজনকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে বর্তমানে ২নং সাইক্লোন শেল্টারে অস্থায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে একজন সিএইচসিপি এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে স্থায়ীভাবে একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ০৮ (আট) শতক জমি বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প পরিচালক বরাবার চিঠি প্রদান করা হয়েছে।	খ) খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের অস্থায়ীভাবে স্থাপিতকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং স্থায়ীভাবে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খ) (i) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার (ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
গ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনার মেরামত ও সংস্কার ১) ওপি মেরামত ও সংস্কার কাজ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে ১২টি কাজের মধ্যে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজটি জমির সীমানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে অদ্যাবধি আরম্ভ করা যায় নি। সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি জমির সীমানা নির্ধারন করা হয়নি। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০৯ টি কাজ সমাপ্ত। ২) জিওবি মেরামত ও সংস্কার কাজ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের ১০টি কাজ সমাপ্ত। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের প্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও অনুমোদন পাওয়া যায়নি।	গ) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনার মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে এবং অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে	গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
ঘ) চকরিয়া উপজেলার বড়ইতলী ইউনিয়নে আরটিসি স্থাপন চকরিয়া উপজেলার বড়ইতলী ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আরটিসি সেন্টার নির্মাণের কার্যাদেশ পাওয়া গেছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৫%।	ঘ) চকরিয়া উপজেলার বড়ইতলী ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আরটিসি সেন্টার নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
ঙ) হাসপাতাল রিপেয়ার, রেনুভেশন ও এক্সটেনশন কাজ বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে HGSP এর আওতায় কক্সবাজার জেলার ০৭টি উপজেলায় হাসপাতাল রিপেয়ার, রেনুভেশন ও এক্সটেনশন কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৩৫%।	ঙ) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে HGSP এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে উপস্থাপন করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
চ) গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া ও সেন্টেমার্টিন ইউনিয়নে চিকিৎসক পদায়ন সিভিল সার্জন, কক্সবাজার জানান, রামু উপজেলার গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন দু'টির জন্য একজন চিকিৎসক পদায়ন করা হয়েছে। উক্ত চিকিৎসক উক্ত এলাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। এছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবস্থিত ২০ শয্যা হাসপাতাল ও ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে UNICEF এর আর্থিক সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ধাত্রী ও অন্যান্য জনবলের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ মাসে মেয়াদ শেষ হওয়ায় HGS-CXB-OP এর আওতায় ইউএনএফপি ও আরটিএমআই এর সহযোগিতায় পুনরায় জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে নিয়মিত সরকারি মেডিকেল অফিসার সেন্টমার্টিন ২০ শয্যা হাসপাতাল ও ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোষ্টারের মাধ্যমি নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। এছাড়াও সেন্টমার্টিন ২০ শয্যা হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চলমান রয়েছে।	চ)(i) রামু উপজেলার গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন দু'টির যে কোন একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক দ্বারা সপ্তাহে ২/৩ দিন স্থানীয় মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত পদায়নকৃত চিকিৎসক অবস্থান করার বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু উক্ত এলাকায় পদায়নকৃত চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রদানের জন্য উপযুক্ত স্থানের বিষয়টি নিশ্চিত (ii) সেন্টমার্টিন দ্বীপে পদায়নকৃত চিকিৎসক রোস্টারের মাধ্যমে দ্বীপে অবস্থান করে স্থানীয় জনগন ও পর্যটকদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ সেন্টমার্টিন দ্বীপে পদায়নকৃত চিকিৎসকের যাতায়তের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।	চ)(i) সিভিল সার্জন কক্সবাজার (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু (ii) সিভিল সার্জন কক্সবাজার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ, কক্সবাজার
ছ) হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি ভাইরাস বিষয়ে সতর্ক সংক্রান্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও তৎসংলগ্ন এলাকায় Hepatitis-C এর প্রাদুর্ভাব পরিমাপে সহযোগী সংস্থা MSF একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত এর ফলাফল প্রকাশিত হবে। Hepatitis-C মূলত পুনঃ ব্যবহৃত ইনজেকশন/সূঁচ ব্যবহারের মাধ্যমে ছড়ায় বিধায় যত্রতত্র ফার্মেসী/হাঁতুড়ে চিকিৎসা দানকারীদের ইনজেকশন ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে ও এসব হাঁতুড়ে চিকিৎসা দানকারী বর্জন করে কমিউনিটি ক্লিনিক, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা নিতে উৎসাহ প্রদান ও সচেতন করতে হবে।	ছ) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হেপাটাইটিস 'বি' ও হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হেপাটাইটিস 'বি' ও হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস ও এইডস রোগের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ছ) (i) সিভিল সার্জন, কক্সবাজার (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার

০৩	সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার		
	ক) পেকুয়া বাজার থেকে মগনামা ঘাট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার জানান, পেকুয়া বাজার থেকে মগনামাঘাট পর্যন্ত সড়কটি জাতীয় পর্যায় থেকে মহাসড়কে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ২৩ কি.মি. সড়ক নির্মাণ কাজের মধ্যে ২২ কি.মি সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবরে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। ০১/০৬/২০২৩ তারিখ ৭ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক)(i) পেকুয়া বাজার থেকে মগনামাঘাট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে। (ii) ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার এর সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ক) (i) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কক্সবাজার (ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার
	খ) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা বাস্তবায়ন নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার জানান যে, মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের একটি চলমান রুটিন কাজ। বর্তমানে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	খ) (i) মহাসড়কের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ সড়ক বিভাগের জায়গায় অন্যান্য অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii)কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের যানজট নিরসনে দ্রুত অবৈধ স্থাপনাসমূহ অপসারণ ও সড়কের পাশে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করতে হবে।	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার
	গ) শহরে সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম কক্সবাজারের বিমানবন্দর সড়ক প্রশস্তকরণসহ কক্সবাজার শহরের সৌন্দর্যবর্ধন এর নিমিত্ত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার পৌরসভা, পযটন কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	গ) কক্সবাজার বিমানবন্দর হতে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণসহ কক্সবাজার শহরের সৌন্দর্যবর্ধন এর নিমিত্ত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার পৌরসভা, পর্যটন কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গ. (i) সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ii) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, (iii) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ,
	ঘ) কক্সবাজার জেলার লিংক রোড হতে টেকনাফ পর্যন্ত সড়ক সংক্রান্ত উনচিপ্রাং হতে টেকনাফ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) টি সেতু নির্মাণ কাজের ০৯/০৩/২০২৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ০৫টি ব্রিজের মধ্যে ০৩টি ব্রিজের ফাইলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ০২টি ব্রিজের ফাইলিং কাজ চলমান রয়েছে। ৩০.৭৬ কিঃ মিঃ সড়ক নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ৩০/০৩/২০২৩ ইং তারিখে প্রদান করা হয়েছে। জনবল, যন্ত্রপাতি ও মোবিলাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে দ্রুতগতিতে কাজ চলমান রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার কক্সবাজার লিংক রোড হতে টেকনাফ সড়ক সম্প্রসারণ কাজে টেকনাফ বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্টের পার্শ্ব হতে মাটি উত্তোলন করা হয়েছে। যথাযথভাবে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে বৃষ্টির পানি অপসারণের নিমিত্ত সাময়িকভাবে মাটি অপসারণ করা হয়েছে। রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ শেষে পুনরায় মাটি ভরাট করা হবে। কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে ডিপিপিতে স্ট্রিট লাইট স্থাপনসহ সিসিটিভি ক্যামেরা সংযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার কার্যপত্রে উল্লেখ করেন।	ঘ) i) উনচিপ্রাং থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৩০.৭৬ কিঃ মিঃ সড়ক এর কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ii) কক্সবাজার লিংক রোড হতে টেকনাফ সড়ক সম্প্রসারণ কাজে টেকনাফের দিকে সড়কের পাশ থেকে মাটি উত্তোলনের ফলে সড়কের পাশে সৃষ্ট গর্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। iii) কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের দমদমিয়া অংশে রাতে ডাকাতির ঘটনা প্রতিরোধে সড়কের এ অংশের উভয় পাশে স্ট্রিট লাইট স্থাপনসহ সিসিটিভি ক্যামেরা সংযোগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার
	ঙ) চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কটি প্রশস্তকরণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে নির্মাণের নিমিত্তে পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঙ) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কটির প্রশস্ততা কম হওয়ায় যাতায়াতে অত্যধিক সময় প্রয়োজন হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কটি প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কক্সবাজার
	চ) ডলফিন মোড় সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ জানান, লিংক রোড-লাবণী মোড় জাতীয় মহাসড়কের ডলফিন মোড়ের ইন্টারসেকশনটি পরিকল্পিত নকশার মাধ্যমে উন্নয়ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	চ) লিংক রোড-লাবণী মোড় জাতীয় মহাসড়কের ডলফিন মোড়ের ইন্টারসেকশনটি পরিকল্পিত নকশার মাধ্যমে উন্নয়ন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কক্সবাজার
	ছ) কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ সংক্রান্ত "কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কি.মি. থেকে ৩২.০০ কি. মি.) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সড়ক সম্প্রসারণ/সংস্কার এবং প্রস্তাবিত ৩৮০.০০ মিটার রেজুখাল সেতু নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (১৬ ইসিবি) কর্তৃক বাস্তবায়ন করার জন্য ডিপিপিতে নির্ধারণ করা আছে। বর্তমানে রেজুখাল সেতুর কাজ চলমান রয়েছে। কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ সড়কের দরিয়ানগর হতে হিমছড়ি পর্যন্ত অংশে সংযোগকৃত স্ট্রিট লাইটসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। সড়কে সংযোগকৃত স্ট্রিট লাইটসমূহ বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। সংযোগটি পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্র দপ্তরকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত/অনুরোধ করা সাপেক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ছ)(i) কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ সড়কটি সম্প্রসারণের/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রেজুখাল বেইলী সেতুটির স্থলে নতুন সেতু স্থাপনের অগ্রগতি নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন। (ii) কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে দরিয়ানগর হতে হিমছড়ি পর্যন্ত অংশে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংযোগকৃত স্ট্রিট লাইটসমূহ পুনরায় সচল করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ছ) (i) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কক্সবাজার (ii) সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (iii) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার

	জ) কক্সবাজার-ঈদগাঁও সড়ক সংস্কার ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) জাতীয় মহাসড়কের ঈদগাঁও বাজারের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ ইতোমধ্যে বিভাগীয়ভাবে সাময়িক মেরামত করা হয়েছে। তাছাড়া ঈদগাঁও বাজার অংশসহ উক্ত সড়কের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী মেরামত কাজের জন্য পিএমপি (মেজড়-সড়ক) কর্মসূচীর আওতায় দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। আগস্ট ২০২৩ মাসে সৃষ্ট বন্যায় কক্সবাজার সড়ক বিভাগের ক্ষতিগ্রস্থ সড়কসমূহের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।	জ) কক্সবাজার-ঈদগাঁও সড়কের সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কক্সবাজার জেলায় আগস্ট ২০২৩ মাসে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন সড়কের সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কক্সবাজার
	ঝ) কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিতকরণ কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের উখিয়া ও কোটবাজারের মাঝামাঝি অংশের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় দূর্ঘটনারোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার সভাকে অবহিত করেন।	ঝ) কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের উখিয়া ও কোটবাজারের মাঝামাঝি অংশে হিজলিয়া নামক স্থানটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা হলে দুর্ঘটনা এলাকা সম্বলিত রোড সাইন বসানোসহ প্রয়োজন হলে স্পিড ব্রেকার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ঝ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ কক্সবাজার
০৪	**গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার**		
	ক) নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার এর প্রস্তাব অনুযায়ী কক্সবাজার মৌজার বিএস ০৬ নং খতিয়ান বিএস ৩৩০০ দাগের ১.৭০ একর জমিতে ১০ তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সার্কিট হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত স্থানের জমির বিস্তারিত বিবরণ, স্থানিক নকশা (ডিজিটাল সার্ভে নকশাসহ), চাহিদামালা এবং জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সভার কার্যবিবরণী সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার এর স্মারক নং-০৫. ২০.২২০০.১০৯.০৫.০২৪. ২০২১-৮৫৫(ক), তারিখ-১৭/১০/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ মূলে প্রেরণ করা হয়েছে। নকশার বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি কক্সবাজারে এসে সাইট পরিদর্শন করে নকশা প্রণয়ন শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন। স্থাপত্য অধিদপ্তরে পুনরায় তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার এর প্রস্তাব অনুযায়ী কক্সবাজার মৌজার বিএস ০৬ নং খতিয়ানের বিএস ৩৩০০ দাগের ১.৭০ একর জমিতে ১০ তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সার্কিট হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে নকশা প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার।
	খ) সরকারি অফিসার্স ডরমেটরি নির্মাণ জেলা প্রশাসকের পুরাতন বাংলোতে নতুন ডরমেটরি ভবনের নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অত্র দপ্তরের প্রেরিত চাহিদার প্রেক্ষিতে স্থাপত্য নকশা পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য প্রকল্পটির আওতায় সারা দেশে একই নকশা মোতাবেক ডরমেটরি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২১০'x১২০' জমির প্রয়োজন। নকশা প্রাপ্তির পর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার সভাকে অবহিত করেন।	খ)(i) কক্সবাজার জেলা প্রশাসক এর পুরাতন বাংলোর খালি জায়গায় ০৪ তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সরকারী অফিসার্স ডরমেটরি নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরে যোগাযোগ করে নকশা প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ii) কক্সবাজার অফিসার্স কলোনিতে একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার
	গ) মডেল মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার মডেল মসজিদ নির্মাণ বিষয়ে জানান, উপজেলা সদর মডেল মসজিদ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং নামাজ পাড়া চালু হয়েছে এবং ব্রীজ ওয়ার্ক কাজ চলমান রয়েছে। রামু মডেল মসজিদের ৩য় তলায় গাঁথুনীর কাজ চলছে। মহেশখালী মডেল মসজিদের নির্মাণের লক্ষ্যে পরাতন স্থাপনা অপসারণ প্রক্রিয়াধীন। চকরিয়া মডেল মসজিদের ফাউন্ডেশন ও গ্রেড বীম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া জানান, চুক্তি বাতিল ও পুনঃটেন্ডার-পুনঃচুক্তির জন্য দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনায় (আরো কিছুদিন কাজের অগ্রগতি দেখে) নিয়ে চকরিয়া মডেল মসজিদের ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল না করে ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে মডেল মসজিদের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা যেতে পারে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। উখিয়া মডেল মসজিদের জন্য মালামাল মবিলাইজ করা হয়েছে এবং মাটি কাটার কাজ চলমান। পেকুয়া মডেল মসজিদের দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রীজ ওয়ার্ক কাজ চলমান রয়েছে। টেকনাফ উপজেলা মডেল মসজিদের Notification of Award (NOA) জারী করা হয়েছে এবং মালামাল মবিলাইজ করা হয়েছে। কুতুবদিয়া মডেল মসজিদ নির্মাণের চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঈদগাঁও মডেল মসজিদের জায়গা পাওয়া যায়নি।	গ)i) মডেল মসজিদের নির্মাণ কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। ii) মডেল মসজিদ এর নির্মাণ কাজের সমস্যা/ প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করবেন ও ঠিকাদারদের সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখবেন। iii) ঈদগাঁও মডেল মসজিদের জমির প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঘ) (i) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার (ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার (iii) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কক্সবাজার ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঈদগাঁও, কক্সবাজার
০৫	**স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), কক্সবাজার**		
	ক) গ্রামীণ সড়ক মেরামত/সংরক্ষণ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সকল স্কিমের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩০%।	ক) গ্রামীণ সড়ক মেরামত/সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প: বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে সড়ক, ব্রীজ ও কালভার্ট কাজ চলমান আছে। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৪০%।	খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	গ) উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার বলেন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন।	গ) ২য় পর্যায়ে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের জন্য আগাম প্রস্তুতি হিসেবে জায়গা নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।	গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার

	ঘ) বহুমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আশ্রয়ণ প্রকল্প (MDSP) বহুমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় ৬২টি স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে। উক্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার এর কাজ চলমান রয়েছে। কাজের গড় অগ্রগতি ৯৮%।	ঘ) বহুমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার।
	ঙ) কোর্ট বাজার-সোনার পাড়া রাস্তা সংস্কার নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান এলজিইডির অধীন কোর্ট বাজার-সোনার পাড়া রাস্তার সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত রাস্তার বিভিন্ন অংশে পাহাড়ি পানির ঢল রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সে সকল পয়েন্টে রাস্তা টেকসই থাকে না। উক্ত পয়েন্টসমূহে আরসিসি ঢালাইয়ের মাধ্যমে রাস্তার সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।	ঙ) কোর্ট বাজার-সোনার পাড়া রাস্তার সংস্কার কাজ গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	চ) বাংলাদেশ জরুরি সহয়তা প্রকল্প (EAP) টেকনাফ উপজেলার বিদ্যমান ICDDRB হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল হিসেবে নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জরুরি সহায়তা (EAP) প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বহুমুখী প্রশাসনিক ভবন, ডায়রিয়া ও জরুরী ভবন, সাধারণ হাসপাতাল ভবন, রেডিওলজী, ল্যাবরেটরি ও ফার্মেসী ভবন এবং ওয়্যার হাউজ ভবনসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।	চ) টেকনাফ উপজেলায় বিদ্যমান ICDDRB হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	ছ) Disaster Risk Management Enhancement Project Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED) Part) (DRMEP) প্রকল্পের আওতায় মাতারবাড়ী উত্তর নলবিলা সড়কের জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। অধিগ্রহণের কাজের পাশাপশি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-০২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) জানান, মহেশাখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে এলজিইডির বাস্তবায়নাধীন অনেকগুলো সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। উক্ত সকড়গুলো দ্রুত মেরামত/সংস্কার করে যানচলের উপযুক্ত করার বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ছ) i) Disaster Risk Management Enhancement Project এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন। ii) মহেশাখালী .উপজেলার মাতারবাড়ীতে এলজিইডির বাস্তবায়নাধীন নষ্ট/খারাপ সড়কসমূহ দ্রুত মেরামত/সংস্কার করতে হবে।	ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	জ) বাকঁখালী রাবার ড্যাম মেরামত সংক্রান্ত রাবার ড্যাম নির্মাণ এর জন্য খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে উপ-প্রকল্প নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকায় প্রাক্কলন অনুমোদন সহ দরপত্র প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা সমবায় অফিসারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে কৃষি কাজ অব্যহত রাখার নিমিত্ত অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। পেকুয়া-টৈটং রাবার ড্যামের অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।	জ) রাবার ড্যাম ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ উপজেলা পর্যায়ে রাবার ড্যাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত করার বিষয়টি তদারকি করে দ্রুত সম্পন্ন করবেন।	জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	ঝ) গোরকঘাটা জেটি নির্মাণ সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার জানান, মহেশখালী উপজেলার বিদ্যমান জেটিটি পুন:নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক জেটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।	ঝ) মহেশখালী গোরকঘাটা জেটি সংস্কার/ পুন:নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	ঝ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	ঞ) খুরুশকুল ব্রীজ রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত খুরুশকুল ব্রীজটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি সময়ে কিছু দুষ্কৃতকারী ব্রীজের লাইটিং এর ক্যাবেল ও পথচারী চলাচলের ব্রীজের স্ল্যাব চুরি করে নিয়ে গেছে। ব্রীজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। খুরুশকুল ব্রীজের নিরাপত্তার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ঞ) i) খুরুশকুল ব্রীজের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণপূর্বক যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ii) খুরুশকুল ব্রীজের যন্ত্রাংশ চুরির সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে।	ঞ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
	ট) ডুলাহাজার-রংমহল রোডে বন বিভাগের বাধা সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার জানান, চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজার ইউনিয়নের দীর্ঘ কয়েক যুগের পুরাতন রংমহল-ডুলাহাজারা রোডটি এলজিইডির তালিকাভুক্ত একটি রোড, সম্প্রতি উক্ত রোডের নির্মাণ কাজ করতে গেলে বন বিভাগের জায়গা দাবি করে বাধা দেয়ায় বর্তমানে রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ট) এলজিইডির যে সকল রোড বন বিভাগের জায়গায় তালিকাভুক্ত হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার
০৬	**কক্সবাজার পৌরসভা**		
	ক) যানজট নিরসন সংক্রান্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কক্সবাজার পৌরসভা জানান যে, কক্সবাজার শহরকে যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে পৌর এলাকায় অবৈধ টমটম চলাচল বন্ধের প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।	ক) কক্সবাজার শহরকে যানজটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে অবৈধ টমটম চলাচল বন্ধের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) (i) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার (ii) প্রধান নির্বাহী, কর্মকর্তা, কক্সবাজার পৌরসভা
	খ) উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ প্রকল্প মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা জানান, ডাম্পিং গ্রাউন্ড প্রকল্পের বিষয়টি জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	খ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা ও উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	খ) (i) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার ii) উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর,

	গ) কক্সবাজার পৌরসভার নিজস্ব তহবিলের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প কক্সবাজার পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা ও রাজস্ব তহবিলের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দরপত্রের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গ) কক্সবাজার পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা ও রাজস্ব তহবিলের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন শতকরা হিসেবে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	গ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার
	ঘ) কক্সবাজার পৌরসভার বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম কক্সবাজার পৌর এলাকাসমূহে বিভিন্ন সড়কে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় সড়ক/রাস্তা/ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিটিসিএল এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।	ঘ) কক্সবাজার জেলার সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকাসমূহের বিভিন্ন সড়কে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় সড়ক/রাস্তা/ড্রেন নির্মাণের বিষয়ে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।	ঘ) (i) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, (ii) সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) বিটিসিএল, কক্সবাজার
	ঙ) সুগন্ধা সী-ইন পয়েন্ট হতে বেলী হ্যাচারী পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ ডলফিন মোড় হতে মেরিন ড্রাইভ সড়কের বিকল্প সড়ক হিসেবে জাইকার সহায়তাপুষ্ট ইউডিসিজিপি এর আওতায় সুগন্ধা সী-ইন পয়েন্ট হতে কলাতলী হোটেল সায়মন হয়ে বেলী হ্যাচারী মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের Definite Plan অনুমোদন হয়েছে। ডিজাইন এবং ড্রয়িং এর কাজ চলমান রয়েছে।	ঙ) সুগন্ধা সী-ইন পয়েন্ট হতে কলাতলী হোটেল সায়মন হোটেল হয়ে বেলী হ্যাচারী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ঙ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার
	চ) জলিলের দোকান হতে বাহারছড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মাঠ পর্যন্ত সড়কে গতিরোধক স্থাপন শহিদ সরণী সড়কের জলিলের দোকান হতে বাহারছড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মাঠ পর্যন্ত সড়কে গাড়ির স্পিড ব্রেকার স্থাপনের জন্য সড়ক ও ট্রাফিক বিভাগ, কক্সবাজার এর সাথে সমন্বয় করা হবে।	চ) শহিদ সরণী সড়কের জলিলের দোকান হতে বাহারছড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা মাঠ পর্যন্ত সড়কের পাশে অবস্থিত অরুণোদয় স্কুল ও সার্কিট হাউজের সামনে গাড়ির স্পিড ব্রেকার স্থাপনের জন্য কক্সবাজার পৌরসভা, সড়ক বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগ যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	চ) i) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, iii) সহকারী পুলিশ সুপার, ট্রাফিক পুলিশ, কক্সবাজার
০৭	**কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প**		
	ক) ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার জানান যে, (i) কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (পূর্ত, এজিএল ও ন্যাভ-এইড) কাজের অগ্রগতি ৯৯.৯৭%। (ii) বাঁকখালী নদীর উপর কস্তুরীঘাটে ৫৯৫ পি পিসি বক্স গার্ডার ব্রীজ ও ২.৩০ কি.মি এপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৯.৯৫%। (iii) কক্সবাজার বিমানবন্দরে রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প অগ্রগতি-৮২.৪৩%। (iv) কক্সবাজার বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি-৯৩.৭১%।	ক)i) কক্সবাজার বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীতকরণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) প্রকল্প পরিচালক, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজার ও নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
০৮	**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) ADB সহায়তায় জরুরি সহায়তা প্রকল্প কক্সবাজার জেলায় বাকখালী নদী হতে পানি উত্তোলন করে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজের বর্তমান অগ্রগতি-৯৬% * ট্রান্সমিশন ও ডিস্টিবিশন পাইপ লাইন স্থাপন কাজের অগ্রগতি ১০০% * উচ্চ জলাধার নির্মাণ ও ওভারগ্রাউন্ড বিজাতীর নির্মাণ অগ্রগতি ৯২% * ওয়াটার ইনটেক স্থাপন ও আনুষাঙ্গিক কাজের অগ্রগতি ৮৫% * প্লানটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে। * করবাজার পৌরসভায় পয়:বর্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জমির জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং জমি পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্ভে চলমান রয়েছে।	ক) কক্সবাজার জেলায় সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রকল্পটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের পানির পাইপলাইন ও বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার বলেন, খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত বহুতল ভবনের ফ্ল্যাট হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালার ১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহীতাগণ সকল ইউটিলিটি সংযোগের বিল পরিশোধ করবেন মর্মে নির্দেশনা রয়েছে বিধায় উক্ত মিটার সমূহ ফ্ল্যাট গ্রহীতাগণের নামে স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্থাপিত ১৯টি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সাময়িক পানি সরবরাহ চলমান রয়েছে।	খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সাথে সমন্বিতভাবে পাইপলাইন স্থাপনের যৌক্তিকতার ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প উক্ত প্রকল্পে আওতায় কক্সবাজার জেলায় ০৮টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৩১টি মিনি পাইপ লাইন স্কিম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৭৫%। বিভিন্ন উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক গভীর নলকূপ- ১৮০০টি। বর্তমান অগ্রগতি-৮২%। বিভিন্ন উপজেলায় হাউজ হোল্ড টয়লেট-৮৮০০টি। বর্তমান অগ্রগতি-৮৯%। বিভিন্ন উপজেলায় ১০০০টি বায়ুফিল টয়লেট নির্মাণের বর্তমান অগ্রগতি ৬০%। টেকনাফ উপজেলায় সিস্টেম ২০০টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং নির্মাণের বর্তমানে অগ্রগতি ৪০%। বিভিন্ন উপজেলায় পাবলিক টয়লেট (১৭+৩)= ২০টি। বর্তমান অগ্রগতি ৪০%।	গ) জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প এর কম্পোনেন্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার

	ঘ) সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ২০২১-২০২২ অর্থ বছর থেকে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৯২৩০ টি পানির উৎস বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ৬০৭৬টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭৮%। বিভিন্ন উপজেলায় ৭২টি করে কমিউনিটি ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৭৭%। কক্সবাজার জেলার ০৮ উপজেলায় ০৮টি পাইপ ওয়াটার স্কীম বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ বরাদ্দ না থাকায় উপজেলায় এবং ইউনিয়ন ওয়াটসন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভূমি দান বা ভূমি ব্যবহারের অনুমতি সাপেক্ষে দরপত্র আহবান করা হবে।	ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঘ)নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঙ) উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প: কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী ইউনিয়ন, সদর উপজেলায় খুরুশকুল ইউনিয়ন, মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়ন এবং টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ও হোয়াইক্যং ইউনিয়নে মোট ০৭টি ইউনিয়নে ৪৯৬৮টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টেং এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৬০%। ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের ৫০০০টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর কার্যাদেশ হয়েছে। চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশোধিত ডিপিপিতে কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল এবং দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়ন; সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়ন, মহেশখালী উপজেলার ধলঘাটা, মাতারবাড়ী ও কুতুবজোম ইউনিয়ন এবং টেকনাফ উপজেলার সাবরাং, হোয়াইক্যং, টেকনাফ সদর, বাহারছড়া ও হ্নীলা ইউনিয়ন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৪২%।	ঙ) উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	চ) কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প 'কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার এবং উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের' অগ্রগতি: * ৪০০টি ১.৫' গভীর নলকূপ স্থাপন-বর্তমান অগ্রগতি ৬৫%। * ৫০টি সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন অগ্রগতি ২৫%। * ০১টি গ্রামীন পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। * ০২টি কিলোমিটার আর সি সি ড্রেইন নির্মাণ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে * ৩৫০টি টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ বর্তমান অগ্রগতি ৩০%। * ০২টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	চ) ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ গুণগত রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
	ছ) FSM Lab জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সদর উপজেলায় সুষ্ঠুভাবে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য FSM Lab স্থাপন করা হয়েছে। FSM Lab এর মাধ্যমে ১৪টি প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়েছে।	ছ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সদর উপজেলায় FSM Lab সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
	জ) সেন্টমার্টিন দ্বীপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান, সেন্টমার্টিন দ্বীপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫ শতক জায়গার প্রয়োজন রয়েছে। জায়গা পেলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	জ) সেন্টমার্টিন দ্বীপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য ১৫ শতক জমির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৯	**জেলা পরিষদ, কক্সবাজার**		
	ক) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিজস্ব ও এডিপি সাধারণ তহবিলের আওতায় প্রকল্প ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় ৮,৪০,০০,০০০/- গৃহীত ৩৬৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি ৫০% এর নিম্নে, ১৬টি ৫০% এর উর্দ্ধে এবং ৩১৩টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।	ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিল ও এডিপি সাধারণ তহবিলের আওতায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার
	খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিবির সাধারণ তহবিলের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় ৪,২৫,০০,০০০/- টাকায় ২৫১টি প্রকল্পের মধ্যে ২৫টি প্রকল্প ৫০% এর নিম্নে, ১৩টি ৫০% এর উর্দ্ধে এবং ২১৩টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।	খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	খ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার
	গ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব, এডিপির সাধারণ ও বিশেষ বরাদ্দের সাশ্রয়কৃত অর্থের আওতায় প্রকল্প সম্পর্কিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব, এডিপির সাধারণ ও বিশেষ বরাদ্দের সাশ্রয়কৃত অর্থের আওতায় ৫০,৫০,০০,০০০/- টাকায় ৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে ০৭টি প্রকল্প ৫০% এর নিম্নে, ০১টি ৫০% এর উর্দ্ধে এবং ৩৫টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।	গ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	গ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার
	ঘ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপির বিশেষ তহবিলের প্রকল্প ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপির বিশেষ তহবিলের আওতায় ৩,৩৯,০০,০০০/- টাকায় ৪১টি প্রকল্পের মধ্যে ২৬টি প্রকল্প ৫০% এর নিম্নে, ০৩টি ৫০% এর উর্দ্ধে এবং ১২টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।	ঘ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপির বিশেষ তহবিলের আওতায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	ঘ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার
	ঙ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপির সাধারণ তহবিলের প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপির সাধারণ তহবিলের আওতায় ৫,০০,০০,০০০/- টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত বরাদ্ধের আলোকে প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	ঙ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপির সাধারণ তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	ঙ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার

	চ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় ১৩,৩৩,০০,০০০.০০ টাকায় গৃহীত ৬৩৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫২০ টি ৫০% এর নিম্নে, ১১৭টি প্রকল্পের কাজ ৫০% এর উর্ধ্বে সম্পন্ন হয়েছে।	চ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহীত ৬৩৭টি প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	চ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার
	ছ) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বিশেষ বরাদ্দকৃত প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বিশেষ তহবিলের আওতায় ৩,৩৯,০০,০০০.০০ টাকায় গৃহীত ৬৩৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫২০টি প্রকল্প ৫০% এর নিম্নে, ১১৭টি প্রকলের কাজ ৫০% এর উর্ধ্বে সম্পন্ন হয়েছে।	ছ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বিশেষ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	ছ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ,কক্সবাজার
	ট) সেন্টমার্টিন জেটির প্লাটফর্ম থেকে Walk way অংশ পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার বলেন, সেন্টমার্টিন জেটির প্লাটফর্ম অংশ সংশোধিত প্রাক্কলন মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের গঠিত কমিটি কর্তৃক বিগত ২৮-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখ জেটিটি পরিদর্শন করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেটির প্লাটফর্ম থেকে Walk way অংশ পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে জেলা পরিষদ, কক্সবাজার এর স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.২২০০. ০০২.১৪.১৩.১৫-১২৬, তারিখ ২৮-১২-২০২২ খ্রিঃ মূলে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন সেন্টমার্টিন জেটির প্লাটফর্ম থেকে Walk way অংশ পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের কাছে ০২ কোটি টাকা রয়েছে বাকি ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার হতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি বলেন, সেন্টমার্টিন জেটির নির্মাণ কাজ আগামী পর্যটন মৌসুমে সম্পন্ন না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আগামী মৌসুমে পর্যটকরা যাতে নিরাপদ সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করতে পারে সে লক্ষ্যে টেকনিক্যাল পরামর্শক নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক পারাপারের উদ্যোগ গ্রহণ করা জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজারকে অনুরোধ করেন।	ট) সেন্টমার্টিন জেটিটি মেরামত ও দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে এবং একইসাথে নতুন জেটি নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ট) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার
	ঠ) টেকনাফ ঘাট থেকে অনুমোদনহীন পণ্য পরিবহন ও অবৈধভাবে টোল আদায় সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ বলেন, সেন্টমার্টিনে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে টেকনাফের কেরুনতলী ঘাট ছাড়াও ইজারাবিহীন স্থান থেকে কিছু লোক অধিকহারে টোল আদায় করছে। এছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসনের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি সময়ে উপজেলা প্রশাসনের অনুমোদন না নিয়ে পণ্য পরিবহণ করছে।	ঠ) i) সেন্টমার্টিনে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে টেকনাফের কেরুনতলী ঘাট ছাড়াও ইজারাবিহীন স্থান থেকে টোল আদায় করা যাবে না। ঘাট ছাড়া অন্য স্থান থেকে টোল আদায় করলে চাঁদাবাজির মামলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ii) সেন্টমার্টিন দ্বীপে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসনের অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে।	ঠ) i) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ, কক্সবাজার
১০	**স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার**		
	ক) স্থানীয় সরকারের আওতাধীন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার সভাকে অবহিত করেন যে, নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে উপপরিচালক (ভাঃ), স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার পরিদর্শনকালে ১। উখিয়া উপজেলাধীন জালিয়াপালং ইউনিয়নে দক্ষিণ সড়ক উন্নয়ন, ২। একই ইউনিয়নের মামুন পাড়া আবুল কালামের বাড়ী হতে দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, ৩। হলদিয়াপালং ইউনিয়নের নুরুল বশর এর বাড়ী হতে জুলহাস উদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন, ৪। আবুল হোছনের বাড়ী হতে নতুন দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।	ক) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের চলমান প্রকল্প পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার
	খ) কক্সবাজার জেলায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সংক্রান্ত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার জানান যে, ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করার বিধান থাকলেও কক্সবাজার জেলায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সঠিক সময়ে করা প্রায়শই সম্ভব হচ্ছে না। জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের যথাসময়ে সভা আহবান করে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত জেলা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ের প্রেরণের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	খ) i) উপজেলা পর্যায়ে সার্বজনীন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন টাস্কফোর্স কমিটিতে জন্ম মৃত্যু সনদের আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ii) জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা করে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	খ)i) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার ii) মেয়র (সকল) iii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) কক্সবাজার
	গ) লঞ্চঘাট/ ফেরিঘাটের ১৪৩০ বাংলা সনের ইজারা ও খাস কালেকশন সংক্রান্ত উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার জানান যে, ১৪৩০ বাংলা সনে ইজারাযোগ্য লঞ্চঘাট-ফেরিঘাটের সংখ্যা সর্বমোট ১৫টি। ইজারাকৃত ঘাটের সংখ্যা-১২টি এবং খাস কালেকশনকৃত ঘাটের সংখ্যা-০৩টি। ১৪৩০ বাংলা সনে ইজারাকৃত ও খাস কালেকশনকৃত ঘাটসমূহের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র দেয়া হয়ছে।	গ) (i) ১৪৩০ বাংলা সনে ইজারাকৃত ঘাটসমূহের ইজারালব্ধ অর্থ বিধি বিধান অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা প্রদান করতে হবে। (ii) খাস কালেকশনকৃত লঞ্চঘাট/ ফেরিঘাটের আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমাপ্রদান নিশ্চিত করে সভাকে অবহিত করতে হবে।	গ) (i) উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
১৪৩০ বাংলা সনে আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট/লঞ্চঘাটের ইজারাকৃত ঘাটের নামের তালিকা
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>ফেরীঘাট/লঞ্চঘাটের নাম</th><th>উপজেলা</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>পশ্চিম উজানটিয়া লঞ্চঘাট</td><td>পেকুয়া</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>করিয়ারদিয়া মাতারবাড়ি ফেরিঘাট</td><td>মহেশখালী</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>আলী আকবর ডেইল উজানটিয়া ফেরিঘাট</td><td>পেকুয়া-কুতুবদিয়া</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>আলী আকবর ডেইল ফেরিঘাট</td><td>কুতুবদিয়া</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>বড়ঘোপ মগনামা</td><td>পেকুয়া-কুতুবদিয়া</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>দরবার-মগনামা ফেরিঘাট</td><td>পেকুয়া-কুতুবদিয়া</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>দরবার লঞ্চঘাট</td><td>কুতুবদিয়া</td></tr>
<tr><td>০৮</td><td>ধলঘাটা বধুয়া লঞ্চঘাট</td><td>মহেশখালী</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td>দীনেশপুর গোমাতলী ফেরিঘাট</td><td>কক্সবাজার-মহেশখালী</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>পুরুত্যাখালী মুরাপাড়া ফেরিঘাট</td><td>চকরিয়া-পেকুয়া</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>ঢেমুশিয়া উজানটিয়া ফেরিঘাট</td><td>চকরিয়া-পেকুয়া</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>বদরখালী করিয়ারদিয়া ফেরিঘাট</td><td>চকরিয়া-পেকুয়া</td></tr>
</table>
১৪৩০ বাংলা সনে আন্ত: উপজেলা ফেরিঘাট/লঞ্চঘাটের খাস কালেকশন ঘাটের তালিকা
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>ফেরীঘাট/লঞ্চঘাটের নাম</th><th>উপজেলা</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>বাংলাবাজার উজানটিয়া ফেরিঘাট</td><td>চকরিয়া</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>কস্তুরাঘাট লঞ্চঘাট</td><td>মহেশখালী</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>মাতারবাড়ি রাজঘাট লঞ্চঘাট</td><td>মহেশখালী</td></tr>
</table>
</td>
<td>(iii) সকল ঘাটসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>(ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ঘ) রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় টোলবিহীন দোকানপাট সংক্রান্ত
রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকার সরাসরি খাস জায়গায় ও সড়ক বিভাগের জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান ও হাটবাজার সমূহ উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</td>
<td>ঘ) রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় সরকারি খাস জায়গা ও সড়ক বিভাগের খাস জায়গায় স্থাপনকৃত দোকানপাট বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>ঘ) (i) উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td>১১</td>
<td colspan="3">পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ক) কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়), (৩য় সংশোধনী) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রকল্পর সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে Post Work জরিপ চলমান। কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বেবিচক হতে তহবিল পাওয়া গেছে।</td>
<td>ক) উক্ত প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুত হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>খ) কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহের (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন কাজ প্রকল্প
প্রকল্পের আওতায় কাজ বর্তমান মায়ানমার এর সীমান্ত এলাকায় গোলাগুলির কারণে বন্ধ আছে। স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্প থেকে কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারগণকে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সীমান্ত এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ নিয়োজিত বাপাউবো'র কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারগণকে কাজ চলাকালীন নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বিজিবি, বরাবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
<td>খ) কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডার সমূহের (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন কাজ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।</td>
<td>খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>গ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মিডি এলাকায় পোল্ডার নং-৭০ এর সুপার ডাইক নির্মাণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প
গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজারে জনসভায় মহেশখালী উপজেলার ৬৭নং পোল্ডার অংশে খাল খননের প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. মিডি সেল প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ে মিডি সমন্বয় কমিটি ১৪তম সভায় প্রকল্পটির বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান করার সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তের আলোকে পিডিপিপি পুনঃগঠন চলমান আছে। ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ হ্রাসকরণের জন্য বাঁধের নকশা এবং এলাইনমেন্ট হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন ডিজাইন ও এলাইম্যান্টের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। মহেশখালী উপজেলার মিডি এলাকায় খাল খনন করার ব্যবস্থা করা হবে। ৩৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপি হালনাগাদ প্রস্তুত করে খাল খননের প্রস্তাব সন্নিবেশিত করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি দাখিল করা হয়েছে।</td>
<td>গ)(i) প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শুরু করতে হবে এবং অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।
(ii) পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহেশখালী উপজেলার ৬৭নং পোল্ডার অংশে খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(iii) কুতুবদিয়া উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার কাজ চলতি শীত মৌসুমের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ঘ) চকরিয়া উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুইচ গেইট ব্যবস্থাপনা
পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন সুইচ গেইট সমূহের তালিকা উপজেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন প্রক্রিয়া চলমান।</td>
<td>ঘ) চকরিয়া উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সুইচ গেইট হতে প্রকৃত মৎসচাষীরা যাতে সুফল ভোগ করতে পারে, সে লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ের সুইচ গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া বিষয়টি তদারকি করবে।</td>
<td>ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ঙ) টেকনাফ-শাহপরির দ্বীপ সড়কে পর্যটন স্পট তৈরি
সভাপতি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার কর্তৃক নির্মাণকৃত টেকনাফ-শাহপরির দ্বীপ বেড়িবাঁধ সড়কের উভয় পাশে কয়েকটি স্থানকে পর্যটন স্পট হিসেবে তৈরি করা হলে পর্যটকগণ এ সড়কে ভ্রমণে আগ্রহী হবে। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড; চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ, কক্সবাজারকে যৌথভাবে এ স্পট নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন।
উপজেলা পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগনের সাথে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে পরিদর্শন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানান।</td>
<td>ঙ) টেকনাফ-শাহপরির দ্বীপ বেড়িবাঁধ সড়কের উভয় পাশে কয়েকটি স্থানকে পর্যটন স্পট হিসেবে তৈরি করতে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড; চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টেকনাফ, কক্সবাজারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>ঙ) (i) নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার
(ii) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, টেকনাফ,
উপজেলা নির্বাহী (iii) অফিসার, টেকনাফ, কক্সবাজার</td>
</tr>
</table>

১২	**কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ**		
	ক) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ (নিজস্ব অর্থায়নে) জুন/২০২৫ (অনুমোদিত) বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭৯৯১.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৪টি আবাসিক ভবনের ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। সাব স্টেশন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।	ক) প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) সচিব কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
	খ) কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর Adhoc Construction Supervision Consultant (CSC) কর্তৃক Draft Inception Report দাখিল করা হয়েছে। BM Pillar স্থাপন, CORS Network মৌজা ম্যাপ প্রক্রিয়াকরণসহ সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ কক্সবাজার জেলার সকল জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরসহ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থাপন করা হবে।	খ) কক্সবাজার জেলার সকল জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরসহ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করতে হবে।	খ) সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার
	গ) মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান উখিয়া উপজেলার সোনার এলাকার এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপে অনুমোদিত স্থাপনা চিহ্নিত করে ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ অনুযায়ী নোটিশ প্রদানসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শীঘ্রই অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করা হবে।	গ) মেরিন ড্রাইভ সড়কের সোনারপাড়া অংশে রাস্তার পাশ্চিম পার্শ্বের জায়গায় ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ আইনের পরিপন্থি স্থাপনা উচ্ছেদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	গ)(i) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার (ii) সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার
	ঘ) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত সড়কে পৌরসভার পানির পাইপের লিকেজ সংক্রান্ত এ বিষয়ে গত ০১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার বরাবর পানির পাইপের লিকেজ ও বিটুমিনাস দ্বারা সড়ক মেরামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।	ঘ) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা; নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার ও কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে কক্সবাজারের প্রধান প্রধান সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ পানির পাইপ লাইন সংস্কার/মেরামতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	ঘ) i) মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা, (ii) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার (iii) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, কক্সবাজার
	ঙ) শহরে সৌন্দর্যবধন কার্যক্রম কক্সবাজার বিমানবন্দর হতে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রস্তুতকরণসহ কক্সবাজার শহরের সৌন্দর্যবর্ধন এর নিমিত্তে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কক্সবাজার জেলার হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাসস্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কার'শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে এবং তা চলমান থাকবে।	ঙ) কক্সবাজার বিমানবন্দর হতে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রস্তুতকরণসহ কক্সবাজার শহরের সৌন্দর্যবর্ধন এর নিমিত্তে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার পৌরসভা, পর্যটন কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঙ) চেয়ারম্যান/ সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৩	**শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) ১০০টি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প উক্ত প্রকল্পের আওতায় কুতুবদিয়া টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর একাডেমিক ভবনের ও ওয়ার্কশপ ভবনের কাজ চলমান। কুতুবদিয়া টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের কাজের অগ্রগতি ৮০%। টেকনাফ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কশপ ভবনের গ্রীল স্থাপন, প্রশাসনিক ভবনের ইটের গাথুনি এবং বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলমান। কাজের অগ্রগতি ৯০%।	ক) কাজের গুণগত মান বজার রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া ও টেকনাফ উক্ত প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	ক) (i) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার
	খ) ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রকল্প নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর কাজের অগ্রগতি ৩২%।	খ) নির্ধারিত সময়ে এবং কাজের গুণগত মান বজার রেখে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প: উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫টি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯০%।	গ) কাজের গুণগত মান বজার রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঘ) নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ পকল্প উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮টি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯৫%।	ঘ) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঙ) নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প: উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫%।	ঙ) কাজের গুণগত মান বজার রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	চ) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৩৫%। কক্সবাজার পৌর প্রিপ্যারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারকে যোগাযোগ করে কাজ করা যাচ্ছে না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার সভায় উল্লেখ করেন।	চ) (i) কাজের গুণগত মান বজার রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। (ii) কক্সবাজার পৌর প্রিপ্যারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৩য় তলা ভবনের নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার

	ছ) রাজস্ব প্রকল্পভুক্ত পূর্ত ও মেরামত ও সংস্কার কাজ উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান রয়েছে।	ছ) কাজের গুণগত মান বজার রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	জ) কুতুবদিয়া সরকারি কলেজের ঝুকিপূর্ণ ভবন সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া জানান, কুতুবদিয়া সরকারি কলেজের একটি একাডেমিক ভবন ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। উক্ত ভবনটি কনডেমনেশন ঘোষণা করে একটি নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	জ) কুতুবদিয়া সরকারি কলেজের ঝুকিপূর্ণ একাডেমিক ভবনটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কনডেমনেশন ঘোষণা করে নতুন একাডেমিক ভবন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার
১৪	**উত্তর বন বিভাগ, কক্সবাজার**		
	ক) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাগান সৃজন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে ৩৬২ হে: বাগান সৃজনের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক বাগান সৃজনের কাজ চলমান রয়েছে।	ক) ২০২৩২৪- অর্থবছরে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সৃজনকৃত বাগানসমূহ সফল বাগান হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে।	ক) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর), কক্সবাজার
	খ) নার্সারী উত্তোলন সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩২২ হেক্টর নার্সারী উত্তোলনের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক নার্সারী উত্তোলনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	খ) নার্সারী উত্তোলন ও বাগান সৃজনের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর), কক্সবাজার
	গ) সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নের চুক্তিবদ্ধ উপকারভোগীদের জানুয়ারি ২০২৪ মাসে কোন লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়নি। লভ্যাংশ বিতরণের কাজ চলমান রয়েছে।	গ) সামাজিক বনায়নের চুক্তিবদ্ধ উপকারভোগীদের বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে।	গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর), কক্সবাজার
	ঘ) ছড়া থেকে বালি উত্তোলন, বনভূমির পাহাড় কর্তন ও জবরদখল প্রতিহতকরণ নিয়মিতভাবে টহল জোরদার ও টাস্কফোর্স অভিযানের মাধ্যমে ছড়া থেকে বালি উত্তোলন, বনভূমির পাহাড় কর্তন ও জবরদখল উচ্ছেদসহ আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।	ঘ) ছড়া থেকে বালি উত্তোলন, বনভূমির পাহাড় কর্তন ও জবর দখল উচ্ছেদসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঘ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার
	ঙ) সুফল প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ও উক্ত এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জানুয়ারি/২০২৪ মাসে জীবিকা উন্নয়ন তহবিল হতে ২৬০ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৪৮,০৪,৮০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজে ১,৬০,০০০/- বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঙ) সুফল প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন তহবিল ও উক্ত এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	ঙ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর), কক্সবাজার
	চ) হাতির বিচরণ এলাকায় বিদুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ সভাপতি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বন্য হাতির মৃত্যু হচ্ছে। বনবিভাগের যে সকল জায়গায় হাতির বিচরণ রয়েছে উক্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধের বিষয়ে জিএম, পল্লী বিদুৎ সমিতি, কক্সবাজার ও কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগকে যৌথভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং যারা হাতি মৃত্যুতে জড়িত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করেন।	চ)i) বনবিভাগের যে সকল জায়গায় বন্য হাতির বিচরণ রয়েছে, উক্ত এলাকায় জিএম, পল্লী বিদুৎ সমিতি, কক্সবাজার ও কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ যৌথভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং আগামী সভার পূর্বেই ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইনের তালিকা দিবেন। ii) বন্য হাতি মৃত্যুতে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের নিশ্চিত করে সভাকে অবহিত করতে হবে। iii) বন বিভাগের জায়গায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরার পূর্বে বন বিভাগ তালিকাসহ জি. এম পল্লী বিদুৎ সমিতি, কক্সবাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করবেন।	চ) i) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার ii) জি. এম পল্লী বিদুৎ সমিতি, কক্সবাজার iii) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার
	ছ) অবৈধ করাত কলের তালিকা প্রেরণ সভাপতি বলেন, কক্সবাজার জেলায় অসংখ্য অবৈধ করাতকল রয়েছে। জেলার সকল বৈধ ও অবৈধ করাতকলের তালিকা প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ছ) কক্সবাজার জেলার বৈধ ও অবৈধ করাত কলের তালিকা আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে এবং অবৈধ করাত কলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ছ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার
১৫	**দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার**		
	ক) পরিচালন ব্যয় খাতের বাগান সৃজন ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৯০.০০ হেক্টর বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে। বিগত সময়ে ১৫০.০ হেক্টর পুরাতন বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	ক) পরিচালনা ব্যয় বাগান সৃজন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
	খ) সুফল প্রকল্পে বাগান সৃজন ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৬৮.০০ হেক্টর (স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী ও অন্যান্য) বন বাগান সৃজনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিগত সময়ে সৃজিত ৭৪০০.০০ হেক্টর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ, শূন্যস্থান পূরণ ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	খ) সুফল প্রকল্পে বাগান সৃজন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	খ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
	গ) ঝাউ বাগান সৃজন গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২০.০ হেক্টর ঝাউ বাগানের গত ২৪/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে সিত্রাং এর প্রভাবে ১৪.০ হেক্টর ঝাউ বাগান সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৬.০ হেক্টর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান।	গ) যথাসময়ে বাগান সৃজনের কাজ সমাপ্ত করতে এবং সৃজিত বাগান যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।	গ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার

	ঘ) সবুজ বেস্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮০.০ হেক্টর বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে। বিগত অর্থবছরে সৃজিত ৩৫০.০০ হেক্টর বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ, শূন্যস্থান পূরণ ও পরিচর্যার কাজ চলমান আছে। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের বাউন্ডারী ওয়াল, ক্যাক্টাস হাউস, অর্কিড হাউস, গাইড ওয়াল এবং ওয়াশরুম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ)(i) কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেস্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (ii) হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের বাউন্ডারী ওয়াল, ক্যাক্টাস হাউস, অর্কিড হাউস, গাইড ওয়াল এবং ওয়াশরুম নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।	ঘ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
	ঙ) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত চলতি ২০২৪-২৩ অর্থবছরে অদ্যবধি ৫০,৩৪,৩৭২/- টাকা রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।	ঙ) আদায়কৃত রাজস্বের অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক হিসাব সংরক্ষণ করবেন।	ঙ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
	চ) রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় বনভূমিতে বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত মায়ানমার হতে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক কর্তৃক উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের ৬১৬৪.০২ একর বনভূমি জবরদখল করে পাহাড় ও গাছ কর্তন করে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাহিরে ১৮৩৭.০ একর বাগানের গাছ কর্তন করার ফলে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার পরিবেশ ও প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বনভূমি হতে অন্যত্র সরে গেলে সেখানে বনায়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে।	চ) মায়ানমার হতে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিক স্থানান্তরের ফলে খালি হওয়া স্থানে বাগান সৃজন করতে হবে।	চ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার
১৬	**উপকূলীয় বনবিভাগ, চট্টগ্রাম**		
	ক) টেকনাফ রেঞ্জে বাগান সৃজন টেকনাফ রেঞ্জের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাধে ৬৫ কি.মি. বেড়িবাঁধে বনায়নের লক্ষ্যে নার্সারি চারা উত্তোলনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নাফ নদীর তীরে নতুন জেগে উঠা চরভূমিতে ৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হবে।	ক) সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) সহকারী বন সংরক্ষক উপকূলীয় বন বিভাগ, কক্সবাজার
	খ) মহেশখালী রেঞ্জ মহেশখালী রেঞ্জের আওতায় মহেশখালী সংরক্ষিত বনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৮০ হেক্টর দ্রুত বর্ধনশীল ও ১৯০ হেক্টর এনরিচমেন্ট বনায়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসে আগছা বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	খ) মহেশখালী রেঞ্জের আওতায় সংরক্ষিত বনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৮০ হেক্টর দ্রুত বর্ধনশীল ও ১৯০ হেক্টর এনরিচমেন্ট বনায়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	খ) সহকারী বন সংরক্ষক উপকূলীয় বন বিভাগ, কক্সবাজার
	গ) জবরদখল প্রতিহতকরণ বনভূমি হতে অবৈধ জবরদখল প্রতিহত করতে নিয়মিতভাবে টহল জোরদার ও টাস্কফোর্স কমিটির অভিযান অব্যাহত রয়েছে।	গ) বনভূমির গাছ কর্তন ও জবর দখল উচ্ছেদসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	গ) সহকারী বন সংরক্ষক উপকূলীয় বন বিভাগ, কক্সবাজার
	ঘ) প্যারাবন রক্ষণাবেক্ষণ গোরকঘাটা রেঞ্জের মাতারবাড়ি, কুতুবদিয়া ও চরণদ্বীপ রেঞ্জে নিয়মিত টহল প্রদানের মাধ্যমে প্যারাবন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে।	ঘ) গোরকঘাটা ও কুতুবদিয়া রেঞ্জসহ সকল প্যারাবনসমূহে নিয়মিত টহল প্রদানের মাধ্যমে প্যারাবন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঘ) সহকারী বন সংরক্ষক উপকূলীয় বন বিভাগ, কক্সবাজার
১৭	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) ফসল আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি সদ্য সমাপ্ত খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে আমন ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭৮৫০০ হেক্টর,, অর্জিত হয়েছে ৭৮,১৮৫ হেক্টর। রোপা আমন ধান কর্তন সমাপ্ত হয়েছে। রোপা আমন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,২৩,১০০ মে.টন/চাল এবং উৎপাদন হয়েছে ২,৩৭,০৫০ মে.টন/চাল। উৎপাদন সন্তোষজন। চলমান রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫০,২৫০ হেক্টর। এছাড়া ৭৭৫০ হেক্টর শীতকালীন শাসকসবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত অর্জিত হয়েঝে ৭৩২০ হেক্টর। মাঠে ফসলের অবস্থা ভাল। চলমান খরিপ-২/২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ফসল (হাইব্রিড বোরো ধান ২০,০০০, উফশী বোরো ধান ১৫,০০০, গম ৩০০, ভুট্টো ৬৪০, সরিষা ৩২০০, চীনাবাদাম ১২০ এবং শীতকালীন সবজি ৬০০০) আবাদের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৫,২৬০ জন কৃষক/কৃষানীকে বিনামূল্যে বীজ ও সার সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ফসল আবাদ ও শাকসবজি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) সার মজুদ সংক্রান্ত কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত ১২৪৮ মে. টন ইউরিয়া, ৪৫৩ মে.টন টিএসপি, ২৮০ মে.টন ডিএপি এবং ৭২৮ মে.টন. ডিএপি সার মজুদ রয়েছে। সার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।	খ) কক্সবাজার জেলার সকল কৃষক যাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায় ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং সার বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	খ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের পাশের জমিতে ফসল আবাদ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের উভয় পাশে প্রায় ১২শ বিঘা জমি কক্সবাজারের বাহিরের লোকজন ক্রয় করে সাইনবোর্ড স্থাপন করে জমি অনাবাদি রাখা হয়েছে। এসব কৃষি জমি চাষাবাদের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।	গ) কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের উভয় পাশের কৃষি জমিতে চাষাবাদের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা চেয়ারম্যানগণের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	গ) i) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ও

১৮	বিএসটিআই , কক্সবাজার		
	ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত জানুয়ারি/২০২৪ মাসে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় ০১টি ভ্রাম্যমান আদালতে ০৩টি মামলায় ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়।	ক) বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে যোগাযোগপূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) উপপরিচালক, বিএসটিআই, কক্সবাজার
	খ) পরিদর্শন সংক্রান্ত জানুয়ারি/২০২৪ মাসে কক্সবাজার সদর, রামু ও চকরিয়া উপজেলায় ০৩টি সার্ভিল্যান্স অভিযান পরিচালনা করে ০৪টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়। বিএসটিআই'র লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত ০৭টি কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ০৫টি সনদ প্রদান করা হয়েছে। ০৭টি পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করাসহ ৫০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ওজন ও ওজনযন্ত্র যাঁচাই ও স্ট্যাম্পিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	খ) অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। সভার পূর্বে অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।	খ) উপপরিচালক, বিএসটিআই, কক্সবাজার
১৯	জেলা শিক্ষা অফিস, কক্সবাজার		
	ক) পরিদর্শন সংক্রান্ত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন নিম্নস্বাক্ষরকারীসহ অত্র কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। ২০২৪ মাসে ১১২টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে পাঠদান ও ল্যাব ব্যবহার নিশ্চিত করতে ড্যাশবোর্ডে আপলোড দেয়া হয় এবং কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করা হয়।	ক) জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার, একাডেমিক সুপারভাইজার ও সহকারী পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) জেলা শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
	খ) ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	খ) চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি প্রতিরোধে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	খ) জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
২০	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, কক্সবাজার		
	ক) শিক্ষা কার্যক্রম, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণসহ পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুযারি/২০২৪ মাসে ৫টি অফিস এবং ১৫৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।	ক) (i) বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম এবং অফিস পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। (ii) জেলার সকল দপ্তর প্রধানগণ উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন দাপ্তরিক কাজে গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করতে হবে।	ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও জেলা প্রাথামিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার (ii) জেলার সকল দপ্তর প্রধানগণ, কক্সবাজার
	খ) মনখালী চাকমাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার জানান, উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের মনখালী চাকমাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান স্কুল ভবনের পাশে এডিপির অর্থায়নে একটি স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ চলমান অবস্থায় কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ হতে একটি চিঠির মাধ্যমে উক্ত জমি বন বিভাগের দাবি করে কাজ বন্ধ রাখার জন্য পত্র দিয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন।	খ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে এডিপির অর্থায়নে স্কুল ভবন নির্মাণ এবং বন বিভাগের চিঠির বিষয়ে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবেন।	খ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কক্সবাজার
২১	খাদ্য বিভাগ, কক্সবাজার		
	ক) খাদ্যসামগ্রী মজুদ মজুদ সংক্রান্ত (১৩/০২/২০২৩৪) চাল- ৭২৫৪.০০ মে.টন, গম- ৯২১.০০ মে.টন	ক) খাদ্যসামগ্রী মজুদ সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হবে এবং এ বিষয়ক তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার
	খ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ ও অক্টোবর/২০২৩ মাসে খাদ্যবান্ধব খাতে চাল উত্তোলন ও বিক্রয় করা হয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ মাসে খাদ্যবান্ধব খাতে চাল বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভোক্তা প্রতি ১৫/- টাকা কেজি দরে একমাসে ৩০ কেজি চাল পেয়ে থাকে। নভেম্বর/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৫৯৯১.৭২০ মে.টন চাল খাদ্যবান্ধব খাতে ভোক্তাগণের পরিবারের মধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে। ডিজিটাল ডাটাবেইজে যাচাইকৃত কার্ডধারীর সংখ্যা ৭৭০৬৩ জন ও অনুমোদিত সংখ্যা ৬৬৪৬৬ জন যা শতকরা ৮৮%।	খ) খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী সভার পূর্বে এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে।	খ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার
	গ) ওএমএস কর্মসূচি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩/০২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ ওএমএস খাতে ১১৮৮.০০ মে.টন চাল এবং ১৪০৮.০০ মে.টন আটা বিক্রয় করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গ) কক্সবাজার জেলায় সকল ওএমএস ডিলারদের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। ওএমএস ডিলারগণের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং আগামী সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	গ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার
	ঘ) অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ/ ২৩-২৪ অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ/২৩-২৪ এর জন্য কক্সবাজার জেলার ২৩২৬.০০ মে.টন ধান, ১৮৬৪.০০ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৯৭৯৫.০০ মে.টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। ধান সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি ৩০/- আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য ৪৩/- ও সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি ৪৪/- নির্ধারণ করা হয়েছে। আমন ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৩/১১/২০২৩খ্রি. হতে ২৮/০২/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত। ০৪টি উপজেলায় কৃষকের অ্যাপসের মাধ্যমে ও ০৫টি উপজেলা কৃষি অফিস হতে প্রদত্ত তালিকার মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭টি চালকলের সাথে ৩৭০৭ মে.টন আতপ চাল ক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছে। অদ্যবদি ১৮৮৬.৭৮০.০০ মে. টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে।	ঘ) ধান ও চাল ক্রয়ে মন্ত্রণালয়ের নীতি অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কৃষকদের নিকট হতে ধান ও মিলারদের নিকট হতে চাল ক্রয়ের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবেন।	ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার

২২	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার**		
	সমিতি গঠন, পুঁজি গঠন ও ঋণ বিতরণ-আদায় সমিতি গঠন, পুঁজি গঠন ও ঋণ বিতরন-আদায়ঃ বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বিগত মাস পর্যন্ত ১,৯০২ টি সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে ৫৫,৭০৫ জন সদস্য অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সদস্যগণের কাছ থেকে বিবেচ্য মাসে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় ১.১৩ লক্ষ টাকা, বছরে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় ৮.০১ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় ৭৯৫.৪০ লক্ষ টাকা। সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ বিবেচ্য মাসে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা, বছরে ৩৭৮.৩০ লক্ষ টাকা ও ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ১৭৯৩৮.৬৭ লক্ষ টাকা এবং তাদের কাছ থেকে মাসে ঋণ আদায় ৪২.৮৩ লক্ষ টাকা বছরে ঋণ আদায় ২১৮.৬১ লক্ষ টাকা ও ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১৫৯৯.২৭ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৮৯%।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	(i) উপ-পরিচালক বিআরডিবি, কক্সবাজার (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার
২৩	**পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কক্সবাজার**		
	ক) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কক্সবাজার এর সার্বিক অবস্থা সংক্রান্ত ১) জানুয়ারি ২০২৪ সুবিধাভোগীগণ পুঁজি গঠন (সঞ্চয়) বাবদ সর্বমোট- ৪৬৭২.০৯ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে। ২) সদস্যদের মাঝে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত জেলায় মোট- ৩৮৩৫৭.৮৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৮৪%। ৩) সমিতির সদস্যদেরকে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ ও জেলা সমন্বয়কারী ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায় বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এ সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কক্সবাজার জেলা
২৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন সংক্রান্ত উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস, কক্সবাজার জানান, কক্সবাজার ফায়ার স্টেশনের মূলভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা কনডেম ঘোষণা করার পর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এলজিইডি, কক্সবাজার কর্তৃক ফায়ার স্টেশনটি পুনঃনির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে অস্থায়ী সেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের বরাদ্দকৃত জমিতে অবৈধ স্থাপনাসমূহের জনগণ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সম্মুখে গাড়ী চলাচলের রাস্তা, রান্নঘর, টয়লেট ও ডাইনিং রুম নির্মাণ করতে গেলে অবৈধ দখলদার লোকজন বাধাঁ প্রদান করায় কাজের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে।	ক) কক্সবাজার জেলায় আধুনিক ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জায়গার বিরোধের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পুলিশ সুপার, কক্সবাজারের প্রতিনিধি, উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার এবং রিট মোকাদ্দমা দায়েরকারী সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয় করে উচ্ছেদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কক্সবাজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।	ক) (i) নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, (ii) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার এর প্রতিনিধি (iii) উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার
	খ) ইনানী স্কুল কাম সামুদ্রিক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে কক্সবাজার জেলায় ইনানী মৌজায় স্কুল কাম সামুদ্রিক ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গত ১৮.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট ৩.৮০৬৪ একর জমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট জমি ক্রয় অনুমোদন ও নামজারীর কাজ প্রক্রিয়াধীন।	খ) ইনানী স্কুল কাম সামুদ্রিক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।	খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ও উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার
	গ) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন সংক্রান্ত উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ০৯টি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনসমূহ বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন করছে এবং এলজিইডি, কক্সবাজার কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। বর্তমানে ০৭টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।	গ) উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ০৯ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	গ) উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার
	ঘ) সেন্টমার্টিন ফায়ার স্টেশন কাম গেস্ট হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত সেন্টমার্টিন দ্বীপে ফায়ার স্টেশন কাম গেস্ট হাউজ নির্মাণের জন্য কাগজপত্র উপজেলা ভূমি অফিস, টেকনাফ হতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	ঘ) সেন্টমার্টিন দ্বীপে ফায়ার স্টেশন কাম গেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঘ) উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার
	ঙ) ঈদগাঁও উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ "দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ০৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃ নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঈদগাঁও উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্যাদি সুপারিশসহ প্রকল্পে অন্তভূক্তির জন্য গত ০৬/১২/২০২৩ খ্রি. মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ঙ) ঈদগাঁও উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	ঙ) উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কক্সবাজার
২৫	**মৎস্য অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহুন্দী ও অন্যান্য ক্ষতিকর জাল অপসারণে 'বিশেষ কম্বিং অপারেশন' ১৪ জানুয়ারি ২০২৪খ্রি. তারিখে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১ম ধাপ ১১ হতে ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৮ দিন, ২য় ধাপ ২৩ হতে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৭ দিন, ৩য় ধাপ ০৬ হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.পর্যন্ত ০৮ দিন এবং ৪র্থ ধাপ ২২ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ০৭ দিন মোট ৪ ধাপে ৩০ দিন কক্সবাজার জেলায় "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৪" কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ১ম ধাপ, ২য় ধাপ ও ৩য় ধাপ পর্যন্ত ১৫০টি অভিযান, ৩৬টি মোবাইলকোর্ট পরিচালনার মাধ্যেমে ৫৫৮টি বেহুন্দীজাল, ১৩.৩৬ লক্ষ মিটার কারেন্টজাল ও ১৪১টি অন্যান্য জাল জব্দ করে বিনষ্ট করা হয়। এ সময় ০.৮৮ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ ০২ জন জেলেকে জেল দেওয়া হয়	ক) মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ বেহুন্দীজাল, কারেন্টজাল, মশারীজাল, চটজাল, টংজাল, মিংজাল, চল ঘেরাজাল ও অন্যান্য সকল অবৈধজাল ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারণার জন্য লিফলেট বিতরণ, জনসচেতনতামূলক সভা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), কক্সবাজার ও জেলা মৎস্য অফিসার, কক্সবাজার

<table>
<tr><td></td><td>খ) জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম
প্রতি বছর ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত ৮ মাস জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম পারিচালিত হয়। তারই অংশ হিসেবে এ বছরও ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত ০৮ মাস জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ১ নভেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি: পর্যন্ত ৮টি মোবাইল কোর্ট ও ১৩৯টি অভিযানের মাধ্যমে ২৬.৫২ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে বিনস্ট করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ২৭১.০০ লক্ষ টাকা।</td><td>খ) উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মৎস্য ও সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় জাটকা নিধন প্রতিরোধে অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার ও জেলা মৎস্য অফিসার, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td>২৬</td><td colspan="3">বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>ক) বাণিজ্যিক তাৎপর্যপূর্ণ সামুদ্রিক মাছের চাষ প্রকল্প
সাগরে ভাসমান খাঁচায় বিভিন্ন সাইজের Mugil cephalus (খোরল বাটা) মাছের মজুদ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td><td>ক) বাণিজ্যিক তাৎপর্যপূর্ণ সামুদ্রিক মজুদকৃত মাছসমূহের পর্যবেক্ষণ, খাদ্য প্রদান, পানির গুণগত মানসহ নমুনায়ন, পোনা মৃত্যু হার এবং স্বভোজী কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।</td><td>ক) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>খ) লাইফফিড প্রকল্প
দূষণমুক্ত Chaetoceros sp. ও Skeletonema sp. প্রজাতি ২টি চাহিদার নিরীখে কক্সবাজারস্থ চিংড়ি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।</td><td>খ) প্রাইভেট হ্যাচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের লাইভফিড সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং লাইফফিড প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>খ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>গ) Oyster (সাদা ঝিনুক) ও Green Mussell (সবুজ ঝিনুক) চাষ ও প্রজনন প্রকল্প
ওয়েষ্টার ও গ্রীনমাসেল ভেলায় ওয়েষ্টার ও গ্রীন মাসেলের বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ঘনত্বে, বিভিন্ন কালচার সাবস্ট্রাটে মজুদ করা হয়েছে।</td><td>গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে সংগ্রহপূর্বক গ্রীন মাসেলের গোনাডাল পরিপক্কতা ও প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>গ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>ঘ) সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরুপন প্রকল্প
দেশের অন্যান্য উপকূলে এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের ল্যান্ডিংসেন্টারসমূহের টুনা ও মেকেরেল মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপের সাথে নমুনায়ন সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।</td><td>ঘ) দেশের অন্যান্য উপকূলে এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের ল্যান্ডিং সেন্টারসমূহের টুনা ও মেকেরেল মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপের যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।</td><td>ঘ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>ঙ) কোরাল/ভেটকি প্রজনন প্রকল্প
Induced Breeding Trial এর জন্য ট্যাংক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ট্রায়ালেও কৃত্রিম প্রজননের সফলতা অর্জন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় হরমোন সংগ্রহ/ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। লার্ভাল রেয়ারিং ইউনিট প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্রুড মাছ সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।</td><td>ঙ) Induced Breeding Trial এর মাধ্যমে কোরাল/ভেটকি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>ঙ) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td>২৭</td><td colspan="3">বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>ক) মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত
ম্যানেজার, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কক্সবাজার জানান, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের এলজিইডির নিয়ন্ত্রণাধীন অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় নষ্ট হয়ে গেছে। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের রাস্তাটি মেরামত/সংস্কার করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</td><td>ক) মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের এলজিইডির নিয়ন্ত্রণাধীন অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।</td><td>ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>খ) মৎস্য অবতরণ ও বরফ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য (ডিসেম্বর/২৩)
<table><tr><td>খাতের নাম</td><td>২০২২-২৩ মে.টন.</td><td>২০২৩-২৪ মে.টন.</td></tr><tr><td>মৎস্য অবতরণ</td><td>৮১০০.৭২</td><td>৩৯২২.৯৩</td></tr><tr><td>বরফ উৎপাদন</td><td>৪১০১.০০</td><td>২৪৬৭.৯১</td></tr></table></td><td>খ) কক্সবাজার জেলায় মৎস্য অবতরণ ও বরফ উৎপাদন কার্যক্রম স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>খ) ম্যানেজার, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td>২৮</td><td colspan="3">বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার এর প্রতিনিধি সভায় জানান, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার এর দাপ্তরিক স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td><td>বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কক্সবাজার এর প্রতিনিধি</td></tr>
<tr><td>২৯</td><td colspan="3">প্রাণিসম্পদ বিভাগ, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>ক) টিকা ও চিকিৎসা প্রদান
পশু পাখির রোগ প্রতিরোধে জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ২৪২৬টি গবাদিপশুকে, ৩১৯৩০০টি হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান এবং ১২৫৮৯টি গবাদি পশুর ৭২৮১১টি হাঁস-মুরগীর এবং ৯১টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে।</td><td>ক) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য সকল পোষ্য প্রাণীর টিকা ও চিকিৎসা সেবা খামারিদের নিকট সুলভ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>ক) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>খ) কৃত্রিম প্রজনন
গরু: গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ২১১৬টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে। চলতি মাসে ৭১৯ টি শংকর জাতের গরুর জাতের বাচ্চার জন্ম হয়েছে।
মহিষ: জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ১৪টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে। চলতি মাসে ০৪ টি শংকর জাতের মহিষের জাতের বাচ্চার জন্ম হয়েছে।</td><td>খ) গবাদিপশুর উন্নয়নের জন্য গাভীর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।</td><td>খ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার</td></tr>
<tr><td></td><td>গ) গবাদি পশু ও হাস-মুরগীর রোগ বালাই
গবাদি পশু ও হাস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান এবং সার্বিকভাবে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং এর মাধ্যমে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব নাই। গবাদি পশু ও হাস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td><td>গ) গবাদি পশু ও হাস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান কার্যক্রমের বিষয় আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।</td><td>গ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার</td></tr>
</table>

	ঘ) গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়নে পশু সার্ভে ও উপজেলা পর্যায়ে Slaughtering House স্থাপন সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু জানান, সীমান্তবর্তী গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন হয়ে মায়ানমার হতে চোরাই পথে আসা অসুস্থ পশুর জবাই করা মাংস কক্সবাজারের বিভিন্ন হাট-বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এ অসুস্থ পশুর মাংস খাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং স্থানীয় খামারী ও কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ঘ) (i) গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন প্রান্তিক খামারী ও গৃহস্থের পশুর সার্ভে করতে হবে এবং সার্ভে বর্হিভূত কোন পশু বাজারে বিক্রয় ও পরিবহন করা যাবে না। (ii) উপজেলা পর্যায়ে পশু জবাইয়ের জন্য Slaughtering House স্থাপন করতে হবে। Slaughtering House এ জবাইকৃত পশুর সুস্থ্যতার বিষয়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রত্যয়ন প্রদর্শন করতে হবে।	ঘ) (i) মেয়র (সকল), কক্সবাজার (ii) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার (iii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার
	ঙ) ডি.এল.এস ইউনিসেফ পার্টনাশীপ প্রকল্প ডি.এল.এস ইউনিসেফ পার্টনাশীপ অন নিউট্রিশন প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত সুফল ভোগীদের মধ্যে মোট (২০০০+৩০০০) যথাক্রমে সদর ও মহেশখালী উপজেলায় ৪৫০০টি মুরগীর ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০ জন খামারীকে ভ্যাকসিনেটর হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ঙ) ডি.এল.এস ইউনিসেফ পার্টনাশীপ অন নিউট্রিশন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৩০	**ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার**		
	ক) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সেবা সংক্রান্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজত্রীদের প্রাক নিবন্ধনসহ নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের যাবতীয় সেবা আন্তরিকভাবে করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
	খ) তামাক, মাদক, সন্ত্রাস, মানব পাচার ও ধর্ষণ বিরোধী প্রচারণা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিটি মসজিদের ইমামদের পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তামাক, মাদক, সন্ত্রাস, মানব পাচার ও ধর্ষণের কুফল সর্ম্পকে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে জুমা প্রাক খুতবায় বয়ানের প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	খ) তামাক, মাদক, সন্ত্রাস, মানব পাচার ও ধর্ষণ বিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	খ) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার
	গ) নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচার নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলার সকল জামে মসজিদ জুমার প্রাক খুতবায় বয়ান করার জন্য ইমাম/খতিব/মসজিদ পরিচালনা কমিটির নিকট বিভিন্ন নির্দেশনাযুক্ত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গ) নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলার সকল জামে মসজিদ জুমার প্রাক খুতবায় বয়ান করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	গ) উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার
	ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক, অপহরণ ও ছিনতাই প্রতিরোধ প্রচারণা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কক্সবাজার এর উদ্যোগে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিটি জামে মসজিদের ইমামদেরকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক, অপহরণ ও ছিনতাই প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জুমার পাক খুতবায় বয়ানের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।	ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক, অপহরণ ও ছিনতাই প্রতিরোধ প্রচারণা কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে।	ঘ) উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন কক্সবাজার
	ঙ) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) চলমান রয়েছে।	ঙ) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	ঘ) উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন কক্সবাজার
৩১	**বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড, কক্সবাজার**		
	ক) কক্সবাজার জেলায় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বিটিসিএলকে অবহিতকরণ সহকারী ব্যবস্থাপক (টেলিকম), বিটিসিএল, কক্সবাজার, সভাকে জানান যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সময় বিভিন্ন স্থানে খোঁড়াখুঁড়ি করা প্রয়োজন হয়। ফলে ভূ-গর্ভস্থ তার কাটা পড়তে পারে তাই এ ধরনের কাজের পূর্বেই বিটিসিএলকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন।	ক) কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিনা নোটিশে উন্নয়ন কার্যক্রম করতে গিয়ে যদি বিটিসিএল এর লাইন সংযোগ ক্ষতিগ্রস্থ করে তবে সে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।	ক) সকল দপ্তর প্রধান, কক্সবাজার
	খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাংলোস্থ সরকারি দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সভাপতি বলেন, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে নিয়মিত অনলাইনে সভা/ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার মহোদয়ের কার্যালয় ও বাংলোর সরকারি দপ্তরের সেবা সুষ্ঠুভাবে সচল রাখার বিষয়টি নিয়মিত তদারকি রাখার বিষয়ে সহকারী ব্যবস্থাপক (টেলিকম), বিটিসিএল, কক্সবাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহেশখালী জানান, মহেশখালী উপজেলায় বিটিসিএল এর টেলিফোন লাইনসহ ইন্টারনেট সংযোগ অচল অবস্থায় রয়েছে। টেলিফোন লাইনসহ ইন্টারনেট সংযোগ অচল থাকায় দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। মহেশখালী উপজেলা পরিষদে টেলিফোন লাইনসহ ইন্টারনেট সংযোগ সচল করার জন্য সহকারী ব্যবস্থাপক (টেলিকম) বিটিসিএল, কক্সবাজার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	খ) (i) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাংলোস্থ সরকারি দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত গতির ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। (ii) সহকারী ব্যবস্থাপক (টেলিকম), বিটিসিএল, কক্সবাজার আগামী সভার পূর্বে বিটিসিএল এর ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ এর ব্যবস্থা করবেন। (iii) কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলায় বিটিসিএল এর টেলিফোন লাইনসহ ইন্টারনেট সংযোগ সচল করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	খ) সহকারী ব্যবস্থাপক (টেলিকম) বিটিসিএল, কক্সবাজার
	গ) কক্সবাজার জেলা শহরের সড়ক/রাস্তা/ড্রেন নির্মাণ/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত কক্সবাজার জেলার সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকাসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চলমান থাকায় বিভিন্ন স্থানে সুপেয় পানির পাইপ লাইন স্থাপন, রাস্তা সংস্কারজনিত খোঁড়াখুঁড়ি, শহরের প্রধান সড়কের ড্রেন নির্মাণসহ রাস্তা সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।	গ) জনস্বার্থে কক্সবাজার জেলার সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকাসমূহে সড়ক/রাস্তা/ড্রেন নির্মাণ/ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বেই কক্সবাজার পৌরসভা ও বিটিসিএল এর সাথে সমন্বয়করণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গ) সকল দপ্তরপ্রধান, কক্সবাজার

৩২	**ঔষধ তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়, কক্সবাজার**		
	ক) ফার্মেসি পরিদর্শন ও মনিটরিং জানুয়ারি/২০২৪ মাসে ভালুকিয়া বাজার, কোট বাজার, উখিয়া, কক্সবাজার, সমিতি পাড়া বাজার, কুতুবদিয়া পাড়া বাজার, সদর, কক্সবাজার, বাহারছড়া বাজার, কলাতলী, সদর, কক্সবাজার, খুরুশকুল বাজার, বাংলা বাজার, সদর, কক্সবাজার, রামু বাজার, রামু, কক্সবাজার, হাসপাতাল রোড, সদর, কক্সবাজার, পানবাজার, সদর, কক্সবাজার, টেকপাড়া, কালুর দোকান বাজার ও রুমালিয়ারছড়া, বাজার, সদর, কক্সবাজার, টেকপাড়া, কালুর দোকান বাজার ও রুমালিয়ারছড়া, বাজার, সদর, কক্সবাজার এলাকায় মোট ১৩২ টি দোকান পরিদর্শন করা হয় এবং ০১টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ডিপো পরিদর্শন করা হয়।	ক)(i) কক্সবাজার জেলা সদর ও উপজেলা পর্যায়ের ফার্মেসী পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং কক্সবাজার পৌরসভায় কতটি ফার্মেসির লাইসেন্স আছে, কতটি ফার্মেসির লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং লাইসেন্সবিহীন কতটি ফার্মেসি আছে তার তালিকা প্রণয়ন করে আবশ্যিকভাবে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন। (ii) উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত ফার্মেসি বন্ধ করতে হবে।	ক) (i) ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া ও ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার
	খ) জনসচেতনতামূলক সভা জানুয়ারি/২০২৪ মাসে নকল, ভেজাল, মেয়াদউর্ত্তীণ এবং এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের সংক্রান্ত ০১টি জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়েছে।	খ) ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার এর উদ্যোগে নকল, ভেজাল, মেয়াদউর্ত্তীণ এবং এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের জনসচেতনতামূলক সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।	খ) ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার
	গ) রাজস্ব আদায় জানুয়ারি ২০২৪ মাসে নতুন ড্রাগ লাইসেন্স আবেদন ফি এবং ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন ও বিলম্ব ফি এর রাজস্ব বাবদ ৬৮,০৫০/- (আটষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ) টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ১০২২৫/- (দশ হাজার দুইশত পচিঁশ) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।	গ) ড্রাগ লাইসেন্স ফি এবং ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত ফি বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।	গ) ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার
	ঘ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত ঔষধ আইন, ১৯৪০ এর আওতায় কক্সবাজার জেলার কোন মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য পাওয়া যায়নি।	ঘ) কক্সবাজার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নকল, ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি বন্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ঘ) (i) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার (ii) বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার ও ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার
৩৩	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) ভিজিডি কর্মসূচি উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার বলেন যে, উক্ত কর্মসূচির আওতায় কক্সবাজার জেলার ৮ উপজেলায় ৫৭২৬৪ জন দুঃস্থ মহিলাকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।	ক) কক্সবাজার জেলার ভিজিডি কর্মসূচি সংক্রান্ত বিস্তারিত অগ্রগতি ও কমিটির সভা করে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচি কক্সবাজার পৌরসভাসহ মোট ৮ উপজেলায় ২১৩৭ জন দুঃস্থ মহিলাকে ২,০২,৭৭,০০০/-টাকা ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।	খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।	খ) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কক্সবাজার পৌরসভায় ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির আওতায় ৩ মাস মেয়াদী ৫টি ট্রেডে মোট ১০০ জন করে ১২ মাসে ৪০০ জন মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ০৩ মাস মেয়াদী উখিয়া ও মহেশখালী উপজেলাতে ৩০ জন করে বছরে ২৪০ জনকে মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।	গ) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঘ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প কক্সবাজার জেলাধীন ৭১ ইউনিয়ন ও ৪টি পৌরসভাসহ মোট ৭৫টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব আছে। যে ক্লাব গুলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে সপ্তাহে ২ দিন একদিন সংগীত ও একদিন আবৃত্তি শেখানো হয়। প্রতিটি ক্লাবে ২০ জন কিশোরী ও ১০ জন কিশোরসহ মোট ৩০ জন।	ঘ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।	ঘ) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঙ) মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় মা ও শিশু সহায়তা তহবিল উন্নত সংস্করণে মোট ১১২৭৭ জন উপকার ভোগীকে মাসিক ৮০০/- টাকা হারে G2P পদ্ধতিতে ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।	ঙ) মা ও শিশু সহায়তা তহবিলের অর্থ উপযুক্ত উপকারভোগীকে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন।	ঙ) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৩৪	**সমাজ সেবা অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) বিভিন্ন ভাতা সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিসহ মোট ১২৮৩২২ জন উপকারভোগীর ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধের লক্ষ্যে লাইভ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন ভাতাভোগীদের অনলাইন আবেদন গ্রহণ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর) পেরোল প্রেরণ করা হয়েছে। পেরোল প্রেরণের হার ৯৮.২২%।	ক) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের সকল ডাটাবেজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং নীতিমাল অনুযায়ী ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ সংক্রান্ত শুরু হতে মোট বিনিয়োগ ১৩,৯৬,৭৭,৪৮৯/- টাকা, আদায়ের হার ৭৮% এবং পুন: বিনিয়োগকৃত ১৩,৩৫,৭৯,৭৪৫/- আদায়ের হার ৮২%। জানুয়ারি/২৪ মাসে বিনিয়োগ ১,৬৭,০০০/-টাকা এবং পুন: বিনিয়োগ ১৫,৪৪,০০০/- টাকা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮,৩৪১ জন।	খ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের অবিনিয়োগকৃত অর্থ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ ও পুন: বিনিয়োগ করতে হবে।	খ) উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কক্সবাজার

	গ) ক্যান্সার কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগী ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সহায়তা সংক্রান্ত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর ১ম কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ ৫৪,৫০,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আবেদনসমূহ উপজেলা/ইউনিট হতে সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ক্যান্সার কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগী ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক আবেদনের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিক আবেদনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।	গ) উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঘ) ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কর্মসূচি "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির" আওতায় এ পর্যন্ত ১০৯ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ঘ) ভিক্ষুকমুক্তকরণ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কিস্তি বা অর্থ উপজেলা/ইউনিটের বিপরীতে ছাড় করতে হবে।	ঘ) উপপরিচালক, সমাজসেবা, অধিদপ্তর কক্সবাজার
৩৫	**পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) পাহাড় কাটা প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভাপতি বলেন, উপজেলা পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাথে থাকতে না পারলে অভিযানের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অবহিত করার জন্য উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজারকে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ বিপর্যয়ের উপর একটি কার্যকর অভিযান পরিচালনার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজারে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ক) (i) কক্সবাজার জেলায় পরিবেশ রক্ষার্থে পাহাড় কাটা ও বালি উত্তোলন এবং জলাশয় ভরাট বন্ধে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার তথ্য আগামী উপস্থাপন করতে হবে। (ii) সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশ বিপর্যয়ের উপর একটি কার্যকর অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) মামলা সংক্রান্ত জানুয়ারি ২০২৪ মাসে একটি অভিযানে ০৬টি মামলায় চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে।	খ) কক্সবাজার জেলায় পরিবেশ রক্ষার্থে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	খ) উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) ছাড়পত্র সংক্রান্ত জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ০৬টি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও ১৯টি পরিবেশ ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়।	গ) পরিবেশ ছাড়পত্র হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ছাড়পত্র নেই সে সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	গ) উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৩৬	**জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কক্সবাজার**		
	কক্সবাজার জেলায় বাজার পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বাজার পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করার বিষয় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কক্সবাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৩৭	**আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার**		
	পাসপোর্ট বিতরণ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মাসে মোট পাসপোর্টের আবেদন জমা হয় ৩৯৯৯টি এবং ৪৫১৩টি পাস বিতরণ করা হয়।	সেবা প্রার্থির আবেদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	উপপরিচালক আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কক্সবাজার
৩৮	**নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার**		
	ক) মনিটরিং কার্যক্রম ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত জেলায় জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ১৬টি খাদ্য স্থাপনায় মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	ক) নিরাপদ খাদ্য আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	ক) (i) বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ (ii)নিরাপদ খাদ্য অফিসার, কক্সবাজার
	খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কক্সবাজার জেলায় জানুয়ারি-২০২৪ মোট ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। উক্ত ৩টি খাদ্যস্থাপনায় ০১ (এক) লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড আরোপ এবং তাৎক্ষনিক তা আদায় করা হয়।	খ) নিরাপদ খাদ্য আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	খ) নিরাপদ খাদ্য অফিসার, কক্সবাজার
৩৯	**জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	জানুয়ারি/২০২৪ মাসে ০২টি বাজার অভিযানের মাধ্যমে ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানা ৪৩,০০০/- টাকা। মোট অভিযোগ প্রাপ্তি ০৫টি, অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ০টি অনিষ্পন্ন রয়েছে ১১৯টি অভিযোগ।	ভোক্তা অধিকারের অভিযান সম্পর্কে আগামী সভার পূর্বে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৪০	**জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, কক্সবাজার**		
	সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য: জানুয়ারি/২০২৪ মাসের মোট অর্জিত বিনিয়োগ ৭,১১,৯০,০০০/- (সাত কোটি এগারো লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা মাত্র।	চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী সভায় অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।	সঞ্চয় অফিসার, জাতীয় সঞ্চয় বিভাগ, কক্সবাজার
৪১	**জেলা ক্রীড়া অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ৯নং নির্দেশনা মোতাবেক জেলাভিত্তিক বিভিন্ন উপজেলায় মেয়েদের ফুটবল ও ভলিবল প্রশিক্ষণ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি মাসে উখিয়া, রামু, ঈদগাঁও, মহেশখালী, টেকনাফ, পেকুয়া, সদর, চকরিয়া, সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১০ নং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য রামু উপজেলায় ১০টি মাঠের তথ্য পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ক্রীড়াঙ্গণে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) জেলা ক্রীড়া অফিসার কক্সবাজার

	খ) বীচ ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ সহায়তায় বালিকাদের বীচ ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ খ্রি. কক্সবাজার ডলফিন মোড়ের ডিভাইন ইকো রিসোর্ট সংলগ্ন বীচে জানুয়ারি ২০২৪ মাসের ৩০-৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।	খ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত সকল টুর্নামেন্টের/খেলার তথ্য সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	খ) জেলা ক্রীড়া অফিসার কক্সবাজার
৪২	**চকরিয়া পৌরসভা, কক্সবাজার**		
	"গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন সংক্রান্ত "গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চকরিয়া পৌরসভা এলাকায় পরিবেশবান্ধব সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	(i) চকরিয়া পৌরসভার "গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে চকরিয়া পৌরসভা এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন শতকরা হিসেবে আগামী সভার পূর্বে অবহিত করবেন। (ii) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার উক্ত প্রকল্পের কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন।	(i) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার (ii) মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা, কক্সবাজার
৪৩	**মহেশখালী পৌরসভা, কক্সবাজার**		
	সভাপতি মহেশখালী পৌরসভারসহ কক্সবাজার জেলার সকল পৌরসভার চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মেয়র, সকল পৌরসভার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	মহেশখালী পৌরসভার চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	মেয়র, মহেশখালী পৌরসভা, কক্সবাজার
৪৪	**টেকনাফ পৌরসভা, কক্সবাজার**		
	ক) লোকাল গভর্মেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স রিকভারী প্রকল্প সংক্রান্ত লোকাল গর্ভনমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এ্যান্ড রিকভারী প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য টেকনাফ পৌরসভায় গৃহীত প্রকল্পের ৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি) টাকার কাজ চলমান। অগ্রগতি ৫০%	ক) উক্ত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ক) মেয়র, টেকনাফ পৌরসভা কক্সবাজার
	খ) উন্নয়ন তহবিল ও পৌরসভার রাজস্ব তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্প উন্নয়ন তহবিল ও পৌরসভার রাজস্ব তহবিলের আওতায় ৯২,৯২,৬৭৮/- (বিরানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শত আটাত্তর) টাকার ০৪টি গ্রুপের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।	খ) উক্ত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	খ) মেয়র, টেকনাফ পৌরসভা কক্সবাজার
	ঘ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গৃহীত প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) অর্থায়নে ১২টি রাস্তা ও ৫টি ড্রেন এর ৫,৭৭,৬০,৩৭৭/- (পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ষাট হাজার তিনশত সাতাত্তর) টাকার কাজ চলমান। অগ্রগতি ৪০%	ঘ) উক্ত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ঘ) মেয়র, টেকনাফ পৌরসভা কক্সবাজার
৪৫	**জেলা শিশু একাডেমি, কক্সবাজার**		
	ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জেলা শিশু একাডেমি, কক্সবাজারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে (বৃহস্পতি ও শুক্রবার)।	ক) জেলা শিশু একাডেমি, কক্সবাজারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার
	খ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ৩-৬ বৎসরের ৬০ (ষাট) জন দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিশু বান্ধব পরিবেশে শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে।	খ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	খ) জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৪৬	**জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) বিদেশগামী কর্মীদের বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গার ইমপ্রেশন গ্রহণ জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ১৬৭৬ জন বিদেশগামী কর্মীর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গার ইমপ্রেশন গ্রহণ করেছে।	ক) বিদেশগামী কর্মীদের বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গার ইমপ্রেশন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ক) সহকারী পরিচালক, কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কক্সবাজার
	খ) মৃত প্রবাসীকর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ০৪ জন মৃত প্রবাসীকর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।	খ) মৃত প্রবাসীকর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	খ) সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
৪৭	**জেলা পরিসংখ্যান অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) জরিপ শুমারি ১. 'ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২' এর মাঠ পর্যায়ে ৪র্থ কোয়ার্টারের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২.SVRS জরিপ চলমান রয়েছে।	ক) সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ক) উপ-পরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, কক্সবাজার
	খ) মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যান ভোক্তার মূল্য সূচক নিরুপণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ৪টি দর ছকের মাধ্যমে প্রতি মাসের ১১ হতে ১৯ তারিখ ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিত সম্পন্ন হয়েছে।	খ) ভোক্তার মূল্য সূচক নিরুপণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতি মাসের ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিত তদারকি করতে হবে।	খ) উপ-পরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, কক্সবাজার
৪৮	**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কক্সবাজার**		
	পিইডিপি-৪ এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুকরণ সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কক্সবাজার জানান, পিইডিপি-৪ প্রকল্পের আওতায় এ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে সাব কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয় বর্হিভূত (ঝরে পড়া অথবা নিয়মিত যায়নি এরূপ) ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে (কক্সবাজার পৌর সভায় ১০০টি এবং সদর-৭০, রামু-৭০ ও চকরিয়া উপজেলায় ৭০টিসহ) মোট ৩১০টি উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্র চলমান আছে। এডি, ডেপুটি ম্যানেজার (মনিটরিং), ডিপিএম, ইউপিএম ও সুপারভাইজারগণ নিয়মিত প্রমাপ অনুযায়ী শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন/মনিটরিং করছেন।	পিইডিপি-৪ এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্রসমূহ চালুকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, কক্সবাজার

৪৯	**বিসিক, কক্সবাজার**		
	ক) বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস: বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিসের আওতায় এ পর্যন্ত ২১৮টি শিল্প নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে।	ক) বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	ক) সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, কক্সবাজার
	খ) শিল্প কারখানাসমূহ চালু রাখা বিসিক শিল্পনগরী কক্সবাজারে ৪৩ টি শিল্প কারখানার মধ্যে চলতি মাসে ৩১ টি চালু, ০১ টি নির্মাণাধীন এবং ১১ টি বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে। বন্ধ/রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মালিকপক্ষসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	খ) কক্সবাজার জেলার সকল শিল্প কারখানা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	খ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, কক্সবাজার
	গ) শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স চলতি অর্থবছরে ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অদ্যাবধি ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	গ) শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	গ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, কক্সবাজার
৫০	**বিসিক, লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজার**		
	ক) ২০২৪৩-২০২৪ লবণ মৌসুমে উৎপাদন সংক্রান্ত ১) ৩০ অক্টোবর ২০২৩ চলতি ২০২৩-২৪ লবণ মৌসুমে লবণ উৎপাদন শুরু হয়েছে। ২) **লবণ ঋণ প্রদান:** সহজ শর্তে ২০২৩-২৪ লবণ মৌসুমে ১২০ জন প্রান্তিক লবণ চাষিকে ৬০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৩/০২/২০২৪ পর্যন্ত ৭৯ জন লবণ চাষীকে ৩৯.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৩) **লবণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন** : কক্সবাজার সদরের চৌফলদন্ডীতে বঙ্গবন্ধু লবণ গবেষণা ইন্সটিউটি এবং লবণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে ডিপিপি প্রস্তুত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩)**বাজারদর:** মাঠ পর্যায়ে গড় মূল্য প্রতিমণ ৪০৯/- টাকা এবং মিল পর্যায়ে গড় মূল্য প্রতিমণ ৪৮০/- টাকা করে। ৪) **লবণ মজুদ:** ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ১২৭৪৪৭.০০ মে: টন লবণ মজুদ রয়েছে।	ক) লবণ উৎপাদন, লবণ চাষীদের প্রশিক্ষণ, মজুদ ও ঋণদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে উপস্থাপন করতে হবে।	ক) উপ-মহাব্যবস্থাপক লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প (সিবিক), কক্সবাজার
৫১	**জেলা নির্বাচন অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) ইউনিয়ন পরিষদ শূন্য আসনের উপনির্বাচন কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া উপজেলা ০৩ ইউনিয়নের ০৩ টি ওয়ার্ড এবং কুতুবদিয়া উপজেলার ০২ ইউনিয়নের ০১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড ও ০১টি সাধারণ ওয়ার্ডের উপনির্বাচন আগামী ০৯ মার্চ ২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত উপনির্বাচনের সময়সূচি মোতাবেক নির্বাচনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) ইউনিয়ন পরিষদ শূন্য আসনের উপনির্বাচন যথাযথ প্রস্তুতিগ্রহণ করে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	ক) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কক্সবাজার
	খ) নিয়মিত সেবা কার্যক্রম ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত নিয়মিত সেবা কার্যক্রম যথানিয়মে চলমান রয়েছে।	খ) সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	খ) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৫২	**জেলা সমবায় অফিস, কক্সবাজার**		
	জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিতরণকৃত ঋণ সংক্রান্ত জেলা সমবায় অফিসার, কক্সবাজার জানান, কক্সবাজার জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিতরণকৃত মোট ঋণের পরিমাণ-২,৬৫,১৭,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট আসল আদায়-১৭৩৮৬৩/-টাকা।	সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৫৩	**বি আর টি এ, কক্সবাজার**		
	বি আর টি এ সংক্রান্ত তথ্য জানুয়ারি ২০২৪ মাসে মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ১৬০টি, ট্যাক্স টোকেন ১৬০টি (নবায়ন ও ইস্যু), মালিকানা বদলী ৫০টি, ফিটনেস ৫৬৫টি (নবায়ন ও ইস্যু), রুট পারমিট ইস্যু ১০৪টি, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং পেশাদার/অপেশাদার লাইসেন্স ইস্যু ২৩৯টি, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং পেশাদার/অপেশাদার লাইসেন্স নবায়ন ৮০টি, ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট ০৪টি, দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন ০৫টি, মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ০২টি, বিবিধ রাজস্ব আদায় ২৮০১৪২২/- টাকা।	মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন (নবায়ন ও ইস্যু), মালিকানা বদলী, ফিটনেস (নবায়ন ও ইস্যু), রুট পারমিট ইস্যু এবং স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, কক্সবাজার
৫৪	**জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) মডেল ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্বাভাবিক প্রসব সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ০১টি করে ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য মোট ২৯টি ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে।	ক) মডেল ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেসমূহ স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত মডেল ইউনিয়ন ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেসমূহে নিয়মিত প্রসব সেবা প্রদান করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কক্সবাজার
	খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা প্রদান উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ১২২৯ জন রোগীকে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়।	খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	খ) উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কক্সবাজার
৫৫	**জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কক্সবাজার**		
	ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ও শনিবার নিয়মিতভাবে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, চারুকলা, তবলা এবং গিটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) জেলা কালচারাল অফিসার, কক্সবাজার
	খ) ভর্তি সংক্রান্ত জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কক্সবাজারে সংগীত, নৃত্য, তবলা, গীটার, চিত্রাংকন, আবৃত্তি বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	খ) জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কক্সবাজারে সংগীত, নৃত্য, তবলা, গীটার, চিত্রাংকন, আবৃত্তি বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	খ) জেলা কালচারাল অফিসার, কক্সবাজার

৫৬	**জেলা তথ্য অফিস, কক্সবাজার**		
	ক) ডকুমেন্টরী/চলচ্চিত্র, সড়ক প্রচার, পিআই কভারেজ সংক্রান্ত জানুয়ারি ২০২৪ মাসে ১৫টি ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, ১৪টি সড়ক প্রচার, ১২টি পিআই কভারেজ, নারী সমাবেশ ০২টি এবং ০৫টি অনলাইনভিত্তিক সচেতনতামূলক বার্তা/চিত্র/কনটেন্টস প্রচার সম্পন্ন হয়েছে।	ক) ডকুমেন্টরী/চলচ্চিত্র, সড়ক প্রচার, পিআই কভারেজ সংক্রান্ত আগামী সভার পূর্বে উপস্থাপন করতে হবে।	ক) জেলা তথ্য অফিসার, কক্সবাজার
৫৭	**বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার**		
	উক্ত দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার,
৫৮	**বিএডিসি, (খামার) কক্সবাজার**		
	ক) কক্সবাজার জোনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর আলোচনা ঝিলংজা ইউনিয়ন ০৫ তলা ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমিটরি ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেচ মৌসুমে সেচ যন্ত্র ক্ষেত্রায়নের লক্ষ্যমাত্রা ৯০টি।	ক) সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	ক) সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বিএডিসি, কক্সবাজার
৫৯	**জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস , কক্সবাজার**		
	জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস, কক্সবাজারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	কমান্ড্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপি, কক্সবাজার
৬০	**জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর , কক্সবাজার**		
	ক) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডে ১৬২০ জনকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	খ) ঋন বিতরণ ও আদায় জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত ২২৫ জনকে ৯৮,৬০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৬%।	খ) ঋণ আদায়ের হার আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে প্রদানকৃ ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশনা দিতে হবে।	খ) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	গ) আত্মকর্ম সৃজন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজারের উদ্যোগে ডিসেম্বর/২০২৩ মাস পর্যন্ত ২৯৬ জনকে আত্মকর্ম সৃজন করা হয়েছে।	গ) আত্মকর্ম সৃজন প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবকদেরকে আত্মকর্ম সৃজনে নতুন নতুন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	গ) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
	ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধন জানুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত ৩৯ টি যুব সংগঠন নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।	গ) নিবন্ধনকৃত সংগঠনকে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা প্রদানপূর্বক আত্মকর্ম সৃজনে উৎসাহিত করতে হবে।	ঘ) উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৬১	**প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, কক্সবাজার**		
	থেরাপী সেবা প্রদান সংক্রান্ত কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলা ৬১২টি হুইল চেয়ার, ১০৯টি হেয়ারিং এইড, ৩১টি ট্রাই সাইকেল, ৩৭টি ওয়াকার, ০৬ জোড়া এক্সিলারি ক্রাচ, ০৪টি এলবো ক্রাচ, ০৭টি কর্ণার চেয়ার, ০৭টি স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ০৬টি টয়লেট চেয়ার, ০৪টি ফোল্ডিং ওয়াকার ও ১৫৪টি সাদাছড়ি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফিপিও থেরাপি, কাউন্সিলিং, অটিজম বিষয়ক সেবা, স্পীচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হেয়ারিং টেস্ট, ভিজ্যুয়াল টেস্ট ও রেফারেল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	থেরাপি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, কক্সবাজার
৬২	**বাংলাদেশ স্কাউটস, কক্সবাজার জেলা**		
	ক) বাংলাদেশ স্কাউটস সংক্রান্ত তথ্য কক্সবাজার জেলায় ছয় তলা বিশিষ্ট জেলা স্কাউটস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে মালামাল ঠিকাদার আনা শুরু করেছে। চলতি মসে ফাইলিং এর কাজ আরম্ভ হবে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় এবং কক্সবাজার জেলার আয়োজনে স্কাউট ও কাব স্কাউটদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং জেলা উপজেলা স্কাউট কমিশনার, কোষাধক্ষ্য, সম্পাদক ও জেলা স্কাউট নেতৃবৃন্দের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ০১ (এক) দিন ওয়ার্কসপ বাস্তবায়িত হয়েছে।	ক) বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ক) জেলা সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কক্সবাজার জেলা
৬৩	**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) আবহাওয়া বার্তা প্রেরণ কক্সবাজার জেলার আবহাওয়া সংক্রান্ত যে কোন সতর্ক বার্তা নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।	ক) কক্সবাজার জেলার আবহাওয়া সংক্রান্ত যে কোন সতর্ক বার্তা নিয়মিত প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	ক) আবহাওয়াবিদ, কক্সবাজার
	খ) ঝড় সতর্কীকরণ রাডার স্টেশন রাডারের যান্ত্রিক ত্রুটি দ্রুত নিরসনের জন্য আবহাওয়া সদর দপ্তর, ঢাকাকে অবহিত করা হয়েছে। ত্রুটি নিরসনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং নতুনভাবে রাডার প্রতিস্থাপনের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।	খ) রাডারটির যান্ত্রিক ত্রুটির দ্রুত নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কক্সবাজারে নতুনভাবে রাডার প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	খ) আবহাওয়াবিদ, কক্সবাজার
৬৪	**ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, কক্সবাজার**		
	ইউনিয়নে সিপিপি গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান রামু উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে সিপিপি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার বিষয়ে ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র প্রধান কার্যালয়ে হতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মহাসচিব বরাবর এ বিষয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কক্সবাজার বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিএমও) ও আমেরিকান রেড ক্রসের আর্থিক সহযোগিতায়, উক্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম আগামী মাসে শুরু হবে।	কক্সবাজার জেলার সকল ইউনিয়নে সিপিপির কমিটি/টিম গঠনপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিপিপির উপজেলাভিত্তিক অনলাইন গ্রুপ করে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানকে যুক্ত করে অনলাইন মিটিং আয়োজন করতে হবে।	উপপরিচালক, ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, কক্সবাজার

৬৫	**ট্যুরিস্ট পুলিশ বিভাগ , কক্সবাজার**		
	ট্যুরিস্ট পুলিশ বিভাগ, কক্সবাজারের দাপ্তরিক সেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	সভার পূর্বে কার্যপত্র দাখিল নিশ্চিত করতে হবে এবং আগামী সভায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার
৬৬	**পিটিআই , কক্সবাজার**		
	মাসিক বিদ্যালয় পরিদর্শন সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রতি মাসে ০১টি বিদ্যালয় ও ০১টি ইউআরসি অফিস পরিদর্শন করেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করেন এবং অত্র অফিসের ইন্সট্রাক্টর/ কর্মকর্তাগণ প্রতি মাসে ০১টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সুপারিনটেনডেন্ট মহোদয়ের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।	প্রতি মাসের বিদ্যালয় ও ইউআরসি অফিস পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য আগামী সভার পূর্বে অবহিত করতে হবে।	সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই,কক্সবাজার
৬৭	**কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কক্সবাজার**		
	ক) কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিয়মিত পরিদর্শন কর্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি ২০২৪ মাসের মোট পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৫টি। নতুন লাইসেন্সের সংখ্যা ১৮টি, নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা ৭টি। শ্রম আইন লংঘনের কারণে মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।	ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কক্সবাজারে কারখানা পরিদর্শন ও অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য আগামী সভায় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	ক) উপমহাপরিদর্শক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কক্সবাজার
	খ) শিশুশ্রম নিরসন জানুয়ারি/২৪ মাসে রেস্টুরেন্ট, শুঁটকির কারখানা, বেকারি, ওয়ার্কসপসহ কক্সবাজার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে কর্মরত মোট ০৫ জন শিশুকে শ্রম থেকে নিরসন করা হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান আছে।	খ) শিশু শ্রম নিরসন সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা নিয়মিত আহবান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী সভার পূর্বে দাখিল করতে হবে।	খ) উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
৬৮	**জেলা কারাগার, কক্সবাজার**		
	ক) কারাগারে বৈদ্যুতিক পাখা সরবরাহ জেল সুপার, কক্সবাজার জানান, কক্সবাজার জেলা কারাগারে বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার প্রায় ০৪ (চার) গুণ বন্দী অবস্থান করছে বিধায় বন্দীদের ওয়ার্ডে তাদেরকে গাদাগাদি করে অবস্থান করতে হচ্ছে এবং গরমে তারা অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। ১০০টি (একশত) নতুন বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার বরাবর জেলা কারাগার, কক্সবাজার দপ্তরের স্মারক নং-৫১০১/২, তারিখ: ২৬.০৭.২০২৩ খ্রিঃ মূলে পত্র প্রেরণ করা হয়।	ক) কক্সবাজার জেলা কারাগারে সরকারি বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার
	খ) কারাগারের বাহিরের বিদ্যমান রাস্তা সংস্কার কক্সবাজার জেলা কারাগারের বাহিরে বিদ্যমান রাস্তাসমূহ মাটির লেভেল থেকে উঁচু করা এবং রাস্তার পাশে সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা জরুরি প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা কারাগার, কক্সবাজার দপ্তরের স্মারক নং- ২৯২৪(৬), তারিখ: ০৭.০৭.২০২২ খ্রি. এবং স্মারক নং-৬০৭৪(৬), তারিখ: ১৬.১১.২০২২ খ্রি: মূলে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।	খ) কক্সবাজার জেলা কারাগারের বাহিরে বিদ্যমান রাস্তাসমূহ মেরামত/ সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার
৬৯	**পুলিশ বিভাগ , কক্সবাজার**		
	পুলিশ সুপার, কক্সবাজার এর প্রতিনিধি বলেন, কক্সবাজারে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের গাড়ী পাকিং এর জন্য পর্যটন কর্পোরেশনের জায়গায় পার্কিং করা প্রতিটি বাস থেকে ৮০০/- টাকা হারে পার্কিং ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে কক্সবাজারে ভ্রমণে আসা পর্যটকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কক্সবাজারে পর্যটন খাতের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ভ্রমণে আসা পর্যটকদের গাড়ী পাকিং এর ফি পুন: নির্ধারণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পর্যটন কর্পোরেশনের জায়গায় পার্কিং পজিশন ইজারাদারদের পার্কিং ফি নির্দিষ্ট করে ফি আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	(i) সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পর্যটন কর্পোরেশন, কক্সবাজার
৬৯	**বিবিধ :**		
	ক) জেলা-উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েব পোর্টালের অবস্থা সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা-উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওয়েব পোর্টালের বর্তমান অবস্থা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। শতকরা হিসেবে দপ্তরগুলোর ওয়েব পোর্টালে কতটুকু তথ্য রয়েছে তা প্রকাশ করা হয়। সভায় আরো উল্লেখ করা হয়, তথ্য থাকলেও, সকল দপ্তরের ওয়েবপোর্টালের তথ্য হালনাগাদকৃত নয়।	ক) (i) জেলা ও উপজেলার সকল বিভাগ আগামী সভার পূর্বে স্ব স্ব ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করবেন। জেলার সকল দপ্তর তাদের কার্যক্রম ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহযোগিতার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সহকারী কমিশনার (আইসিটি) (০১৮৯৪৪১৯০২৩) এর সাথে যোগাযোগ করবেন। ii) কক্সবাজারের সরকারি সকল দপ্তরের ওয়েব পোর্টাল ১০০% হালনাগাদ এবং তথ্য বাতায়নের সকল অফিস এডমিনের Password পরিবর্তন করতে হবে।	ক) (i) জেলার সকল দপ্তরপ্রধান (ii) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), কক্সবাজার (iii) আইসিটি অধিদপ্তর
	খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং নিয়মিত সভা আহবান করে অগ্রগতি প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণের জন্য দপ্তর প্রধানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	খ) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং নিয়মিত সভা আহবান করে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে ।	খ) জেলার সকল দপ্তরপ্রধান
	গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) সরকারি দপ্তরসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল দপ্তরকে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি দপ্তরসমূহকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে করতে হবে।	গ) জেলার সকল দপ্তর প্রধান
	ঘ) উদ্ভাবনী কার্যক্রম (Innovative Activities) সরকারি সেবা সহজীকরণ ও দ্রুত সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মাঝে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রত্যেককে উদ্ভাবনী ধারণা তৈরিপূর্বক তা সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।	ঘ) সেবা সহজীকরণ, দ্রুত সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মাঝে সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঘ) জেলার সকল দপ্তরপ্রধান

	ঙ) জেলা পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিষয়ে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অবহিতকরণ সভাপতি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্পসমূহের বর্ণনাসহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করার অনুরোধ জানান।	ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	ঙ) জেলার সকল দপ্তরপ্রধান
	চ) সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়ক নিরাপত্তা সেক্টরের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা সভা, মসজিদের সম্মানিত ইমামগণের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রচারণা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ মডিউলে এ সংক্রান্ত সেশন অন্তর্ভুক্ত করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়।	চ)(i) সড়ক নিরাপত্তা সেক্টরের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং মসজিদের সম্মানিত ইমামগণ সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে মুসল্লিদের সচেতন করবেন। (ii) দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপারের বিষয়ে সঠিক পদ্ধতি/নিয়ম শিখানোর ব্যবস্থা করবেন। (iii) সরকারি-আধাসরকারি দপ্তর প্রধানগণ তাঁদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ মডিউলে এ সংক্রান্ত সেশন অন্তর্ভুক্ত করবেন।	চ)(i) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার (ii) জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (iii) জেলার সকল দপ্তরপ্রধান
	ছ) মাঠ পর্যায়ে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) কার্যক্রম সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন সমুন্নতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) চালু বাধ্যতামূলক হলেও কিছু অফিস এখন পর্যন্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও বিকল্প অনিক কর্মকর্তা নির্ধারণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেনি। অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত নিষ্পত্তির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।	ছ) i) প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও বিকল্প অনিক কর্মকর্তা এবং আপীল নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্ধারণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ii) সকল সরকারি অফিস/দপ্তর প্রধানকে মাঠ পর্যায়ে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ছ) i) সকল দপ্তর প্রধান কক্সবাজার ii) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কক্সবাজার
	জ) সর্বজনীন পেনশন স্কিম সভাপতি বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিম সরকারের অন্যতম একটি মহৎ উদ্যোগ। সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করা হয়। বিশেষ করে উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার ও জেলা মৎস্য অফিসার তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সভায় আলোচনা হয়।	জ) সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য জেলার সকল দপ্তর প্রধানগণকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জ) সংশ্লিষ্ট সকল কক্সবাজার
	ঞ) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত সভাপতি বলেন, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় কোন কোন দপ্তরের প্রধানগণ অনুস্থিত থাকেন। এতে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসের ৩য় রোববার অনুষ্ঠিত হয়। সে প্রেক্ষিতে উক্ত সভার ধার্য তারিখে অন্য কোন মিটিং/সভা না রাখার বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যগণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	ঞ) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটির সদস্য হিসেবে দপ্তর প্রধানগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	ঞ) জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য, কক্সবাজার

সভাপতি জেলার সার্বিক উন্নয়নে এবং জেলাবাসীর জীবনমান উন্নয়নে স্ব-স্ব দপ্তর প্রধানদের দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৯।০২।২০২৪

মুহম্মদ শাহীন ইমরান
জেলা প্রশাসক
কক্সবাজার
ফোন নং ০২৩৩৪৪-৬২২০০
ফ্যাক্স নং ০২৩৩৪৪-৬২২০৬
E-mail: dccoxsbazar@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর -০৫.২০.২২০০.১১০.০১২.০০২.২০২৪-১৩৮

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার র ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০২। সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব,...মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
০৫। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার
০৬। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার
০৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/শিক্ষা ও আইসিটি/উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার।
০৮। ....তাঁর বিভাগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করে আগামী সভার পূর্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় অগ্রগতির বিবরণ প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৯। মেয়র (সকল), পৌরসভা, কক্সবাজার
১০। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কক্সবাজার সদর/রামু/উখিয়া/টেকনাফ/চকরিয়া/পেকুয়া/মহেশখালী/কুতুবদিয়া
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)...................................কক্সবাজার
১২। সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৩। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা এ কার্যালয়, কক্সবাজার। (তাকে কার্যবিবরণীটি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করার অনুরোধসহ)
১৪। অফিস কপি।

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

০১। জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৩ ও ৬মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
০২। জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া)
০৩। জনাব আশেক উল্লাহ রফিক, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া)
০৪। জনাব শাহীন আক্তার, মাননীয় সংসদ সদস্য, কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ)

২৯/০২/২০২৪

বিভীষণ কান্তি দাশ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
কক্সবাজার
ফোন : ০৩৪১-৬৩২৯৫
e-mail : adcgcox@gmail.com